ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

# সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

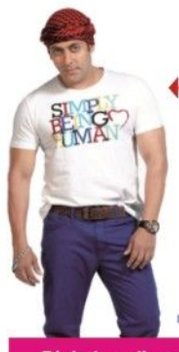

সালমান খানের প্রেমিকার সংখ্যা কত জানেন?

পৃঃ ৫

শচীনের রেকর্ড ছুঁয়ে যা বললেন আপ্লুত কোহলি

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩০৪ ● কলকাতা ● ২২ কার্ত্তিক, ১৪৩০ ● বৃহস্পতিবার ● ০৯ নভেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

### কে অভিষেক? আমাদের নেতা?

## জ্যোতিপ্রিয় বিস্ময় প্রশ্ন নিয়ে কৌতূহল

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে ফের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব করেছে ইডি। বুধবার সকাল থেকে তা নিয়ে চাপানউতোর চলছে। তৃণমূলের দাবি, এটা নিতান্তই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এরই মধ্যে এদিন সকালে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে কমান্ড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'উনি দলের সঙ্গে ছিলেন বা থাকবেন কিনা সেটা তাঁর ব্যাপার। আসল বিষয় হল, দল তাঁর সঙ্গে কতদিন থাকবে? খাদ্য মন্ত্রী থেকে তাঁকে বনমন্ত্রী করা হয়েছিল কেন সেই ব্যাখ্যাও তো শুনতে চাইছে মানুষ।'**

সোমবার রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের মন্ত্রীকে ফের সাত দিনের ইডি হেফাজতের নির্দেশ দেয় ব্যাঙ্কশাল আদালত। আপাতত ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত ইডি হেফাজতেই থাকতে হবে তাঁকে। আদালত চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বালু হাত নেড়ে সেদিন বলেছিলেন, "সাত দিন পর আবার আসছি। সাত দিন, সাত

এরপর ৩ পাতায়

### মন্ত্রীপদে রইলেন বালুই,

## সাংগঠনিক দায়িত্ব অন্য মন্ত্রীদের দিলেন মমতা

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** আপাতত রাজ্যের বনমন্ত্রী পদে থাকছেন রেশন দুর্নীতিতে গ্রেপ্তার হওয়া মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকই। বুধবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে বালুর দপ্তর বণ্টন নিয়ে কোনওরকম আলোচনা হয়নি। জ্যোতিপ্রিয় গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকেই বনমন্ত্রকের দায়িত্ব ওই দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা সামলাচ্ছেন।এদিন মন্ত্রিসভার বৈঠকে দীপাবলি চলাকালীন আইনশৃঙ্খলার দিকে নজর রাখার জন্যও মন্ত্রীদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি মন্ত্রীদের উদ্দেশে বলেন, পুলিশ প্রশাসন নিজেদের মতো কাজ করবে, সেই সঙ্গে আপনাদেরও এলাকায় নজরদারি চালাতে হবে। আসলে লোকসভা ভোটের আগে রাজ্যে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে হিংসা ছড়ানো হতে পারে বলে আগেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন মমতা। সেকারণেই কালীপূজার সময় মন্ত্রীদের বাড়তি সতর্ক থাকার পরামর্শ দিলেন তিনি।এদিন মন্ত্রিসভার বৈঠকে বালুর মন্ত্রক বণ্টন নিয়ে কোনওরকম আলোচনা না হওয়ায়, ধরে নেওয়া হচ্ছে আপাতত বীরবাহাই ওই দায়িত্ব সামলাবেন। তবে মন্ত্রী পদে জ্যোতিপ্রিয়ই থাকবেন।

এর আগে পার্থ চট্টোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর তাঁকে মন্ত্রীপদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরে তাঁর দপ্তর ভাগ করে দেওয়া হয়। বালুর ক্ষেত্রে ঠিক তাঁর উলটোটাই হল। মুখ্যমন্ত্রী এদিন মন্ত্রিসভার বৈঠকেই বনমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, 'বালুকে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছে।' ইডি-সিবিআইয়ের বাড়াবাড়ি নিয়ে এদিনও সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা এদিন আরও একবার যেভাবে জ্যোতিপ্রিয়কে ফাঁসানো হয়েছে বলে সুর চড়ালেন, তাতেই স্পষ্ট দল পুরোপুরিই বালুর পাশে থাকছে।

জ্যোতিপ্রিয়কে মন্ত্রীপদ থেকে

এরপর ৩ পাতায়

### আপনার অবদানেই শক্তিশালী দেশ',

## আডবাণীর জন্মদিনে শুভেচ্ছা মোদির

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** তিনি বিজেপির ভীষ্ম পিতামহ। 'রাম কে নাম' ভারত সাম্রাজ্য দখলের অন্যতম কারিগর। সর্বোচ্চ সিংহাসন পাননি বটে, তবু দলের অন্যতম মর্জাদা পুরুষ! প্রবীণ বিজেপি নেতা এবং প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী লাল কৃষ্ণ আডবাণীর ৯৬তম জন্মদিন তাঁকে শুভেচ্ছা ও অভিবাদন জানালেন প্রধামন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি , কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ।১৯২৭ সালের ৮ নভেম্বর অবিভক্ত ভারতের করচি শহরে জন্ম এল কে আডবাণীর। তিনি ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত বিজেপি নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। ২০০২ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত অটল বিহারী বাজপেয়ী সরকারের উপ-প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বিজেপির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাও এই প্রবীণ নেতা।প্রবীণ নেতার জন্মদিনে মোদি এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'জন্মদিনের শুভেচ্ছা এল কে আডবাণীজিকে। তিনি সততার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানে শক্তিশালী হয়েছে দেশ, দূরদর্শী নেতৃত্ব জাতীয় অগ্রগতি ও ঐক্য উন্নত হয়েছে। তাঁর সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন কামনা করি। দেশ গঠনে তাঁর প্রচেষ্টায় অনুপ্রাণিত ১৪০ কোটি ভারতীয়।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও সোশাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছা জানান আডবাণীকে। লেখেন, 'শ্রদ্ধেয় লাল কৃষ্ণ আডবাণীজিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাংগঠনিক দক্ষতা দিয়ে দলকে লালন ও কর্মী গড়ে তোলার কাজ করেছিলেন। বিজেপির সূচনা থেকে ক্ষমতায় আসা পর্যন্ত আদবানিজির অতুলনীয় অবদান প্রতিটি কর্মীর জন্য অনুপ্রেরণার চিরন্তন উতস। ঈশ্বরের কাছে তাঁর সুস্থ এবং দীর্ঘ জীবন কামনা করি।'

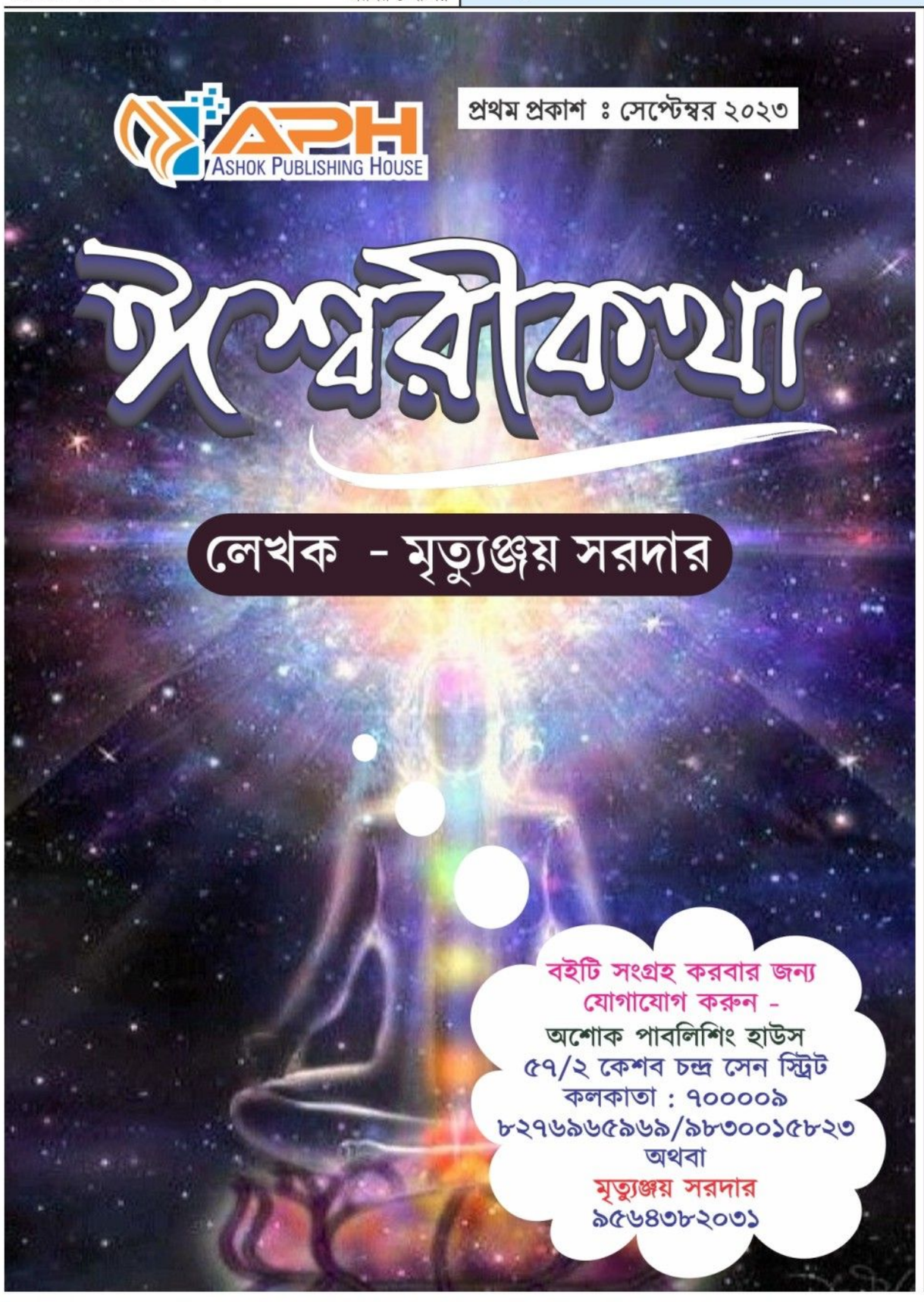


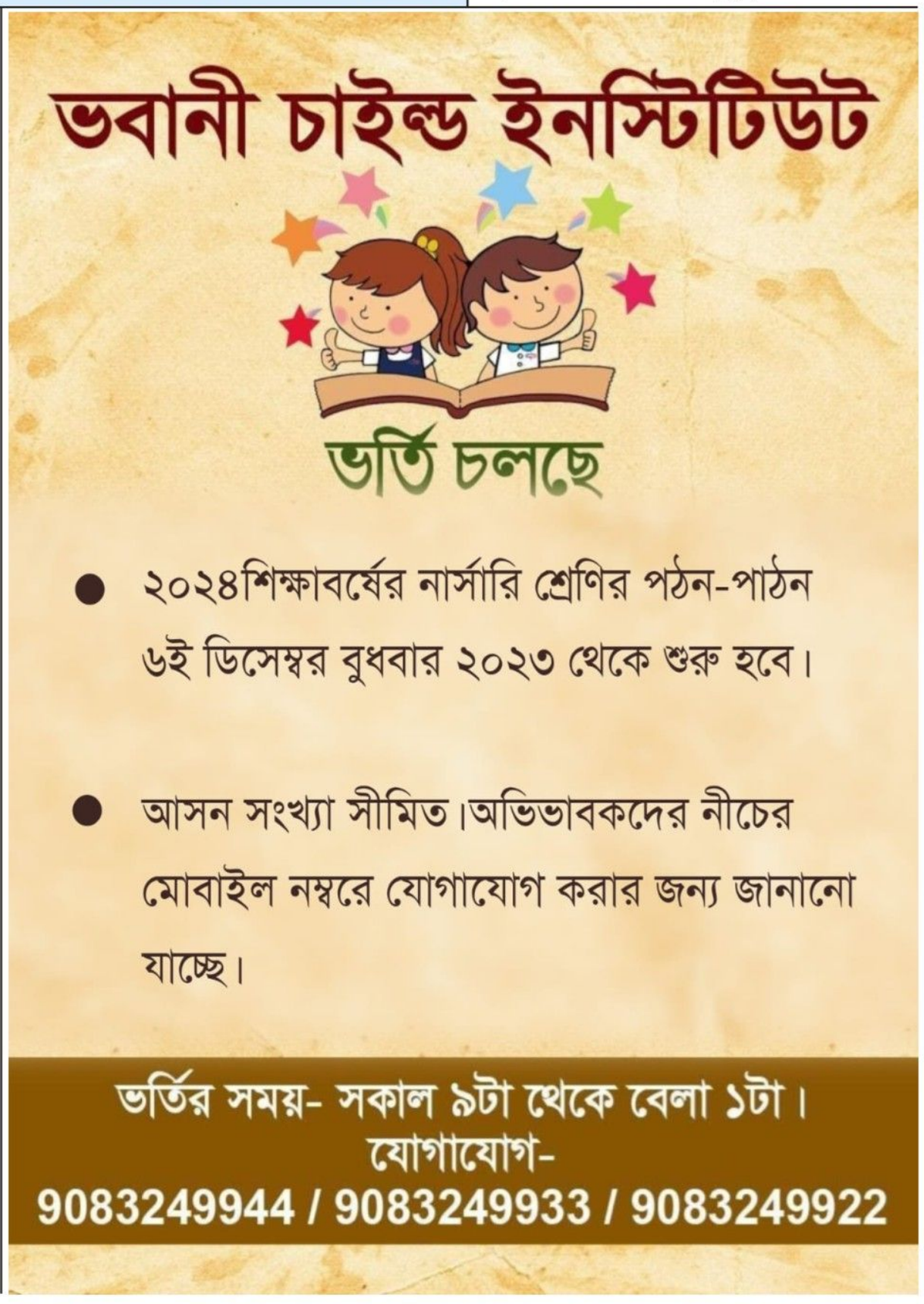

## সাইকেল ভ্রমণে বিশ্ব জুড়ে

# এডস-সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিয়ে দেশে ফিরছেন সুন্দরবনের বিস্ময় বালক সোমেন দেবনাথ

**নুরসেলিম লস্কর, বাসন্তী : নিউজ সারাদিন :** এডস মুক্ত বিশ্ব-গড়ার লক্ষ্যে সাইকেল নিয়ে পৃথিবীর ভ্রমণ করছেন প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের বিস্ময় বালক সোমেন দেবনাথ। যার শুরুটা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে! দিনটি ছিল ২৭শে মে ২০০৪ সাল। সোমেন যখন মাত্র বছর চোদ্দোর নাবালক, তখন সে এই 'এডস ' নামক মারণ রোগ সম্পর্কে প্রথম জানতে পারেন। তারপর থেকে এই রোগের বিষয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে সোমেন জানতে পারে তার ভয়াবহতার কথা। সেই সঙ্গে জানতে পারেন যে, এই রোগের কোড়াল গ্রাসে পড়ে কিভাবে বিশ্বে একের পর এক মায়ের কোল খালি হয়ে যাচ্ছে। আর সেদিনই সোমেন মনে মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, এই মারণ রোগ কে বিশ্ব থেকে বিতাড়িত করতে গেলে সাধারণ মানুষদের সবার আগে সচেতন করে তুলতে হবে। সেই শুরু! এডস নিয়ে সোমেন শুরু করলো তার পড়াশোনা। তার পর একদিন নিজের স্কুল জীবনের পড়াশোনা শেষ করে চলে গেলেন 'রিজিওন্যাল এডস কন্টোল সোসাইটি'তে। সেখান থেকে নিলেন স্পেশাল প্রশিক্ষণ। তার পর কলেজ শেষ করে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন সোমেন এই এডস নামক রোগের সচেতনতার বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে। যার শুরুতে ২০০৪ সালে প্রথমে সে এদেশের ২৮টি রাজ্য সহ পাঁচটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের মানুষদের কাছে এই সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিয়ে দশ মাস পরে বাড়িতে ফেরেন সোমেন। তার পর আবার ২০০৬ সালে সেই সাইকেল কে সঙ্গে নিয়ে বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে এই সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিতে আবারও বেরিয়ে পড়েন তিনি।

আর সোমেনের এই বিশ্ব সচেতনতা যাত্রাপথে প্রথমে সে এশিয়ার ২৩ টি দেশে সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিয়ে ইউরোপে পাড়ি দেন। সেখানে ৫০ টি দেশে এবং তার পর আফ্রিকার ৫২ টি দেশ সহ মধ্যপ্রাচ্যের ১১টি দেশে এইচআইভি, এডস সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিতে সক্ষম হন সোমেন। সব মিলিয়ে ইতিমধ্যে ১৮৯টি দেশে এই মারণ রোগের সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন এই বঙ্গ তনয়। আর এই সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি সেই সঙ্গে সোমেন বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছেন ভারতীয় সাংস্কৃতিকে। যা তার এই সচেতনতা যাত্রাপথ কে করে তুলেছে আরও ভিন্নধর্মী। আর বিশ্বের দরবারে এই সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিতে গিয়ে সোমেনের কেটে গিয়েছে প্রায় কুড়িটি বছর। যার মধ্যে সোমেন হারিয়েছেন তার বাবাকে। আর সোমেনের এই দীর্ঘ যাত্রাপথে যেমন ৩৮ টি দেশের রাষ্ট্রপতি ৭২ টি দেশের প্রধানমন্ত্রী সহ ১৭৭ টি দেশে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এবং হাইকমিশনার সাথে সাক্ষাৎ করার ভালো স্মৃতি রয়েছে সুন্দরবনের এই যুবকের তেমনি আবার রয়েছে করোনা কালে সেই সময় সব চেয়ে ভয়াবহতার রূপ ধারণ করা দেশ চিনে করোনা আক্রান্ত হওয়া থেকে শুরু করে আফগানিস্তানে তালিবানদের হাতে আটক হওয়ার মতো হাড়হিম করা ঘটনার গল্পও। আর এই ভালো, খারাপ সহ সমস্ত স্মৃতিকে আগলে রেখে এডস মুক্ত বিশ্ব গড়ার স্বপ্ন দেখতে দেখতে প্রায় দু যুগ ধরে নিজের সাইকেল কে সঙ্গী করে ছুটে চলা সুন্দরবনের এই ক্লান্তহীন বেঙ্গল টাইগার কিন্তু সব সময় নিজের লক্ষ্যে অবিচল থেকেছেন। আর এরকম সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ১০ই ডিসেম্বর ১৯১টি দেশে এডস সচেতনতা প্রচারের লক্ষ্যমাত্রা সু-সম্পূর্ণ করে দেশের মাটি কলকাতা বিমান বন্দরে পা রাখতে চলেছেন সুন্দরবনের বছর চল্লিশের এই বিস্ময় বালক সোমেন দেবনাথ। তারপর সেখান থেকে তিনি পৌঁছাবেন সোনারপুরের সুভাষগ্রামে। যেখানে সোমেনের রত্না গর্ভা মা ও দুই ভাই থাকেন। আর ১০ থেকে ১৬ তারিখ পর্যন্ত সুভাষগ্রামে তার মায়ের তৈরী পিপল হাউসে থাকবেন সোমেন। সেখানে দেশ-বিদেশ থেকে আসা বিভিন্ন মানুষের সাথে দেখা করবেন সোমেন এবং সেই সঙ্গে সেখানেও চলবে এডসের সচেতনতা শিবির।

তারপর ১৭ তারিখ দুপুরে ক্যানিং থেকে বাসন্তীর সোনাখালী স্কুল মাঠ পর্যন্ত প্রায় কুড়ি কিলোমিটার এক সাইকেল র‍্যালিতে যোগ দেবেন সোমেন। সেখানে সুন্দরবনবাসীদের পক্ষ থেকে আয়োজন করা এক অনুষ্ঠানেও যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে সোমেন দেবনাথের । যেখানে সুন্দরবনবাসীদের পক্ষ থেকে ঘরের ছেলে কে বরণ করে নেওয়ার পরিকল্পনাও চলছে সুন্দরবনবাসীদের মধ্যে। আর ওদিন ঐ অনুষ্ঠান থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সোমেন তার ঐ বিশ্ব এডস সচেতনতা যাত্রার সমাপ্তি ঘোষনাও করবেন। এ বিষয়ে উল্লেখ্য যে, ২০০৪ সালের ২৭মে এই বাসন্তী থেকেই সোমেন এই সচেতনতা যাত্রা শুরু করেছিলেন। তবে এখানেই সোমেন থেমে যাবে না! তার মায়ের তৈরি করা সুভাষ গ্রামের ঐ পিপল হাউস থেকে আগামী দিনে চলবে সোমেনের এই সচেতন মূলক কাজ কর্ম। আর সোমেনের ইচ্ছে,আগামী দিনে ঐ গ্রাম কে গ্লোবাল ভিলেজ হিসাবে গড়ে তোলার পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের এডস আক্রান্তদের পাশে দাঁড়ানোর। আর সোমেনের ঘরে ফেরার এই খবরে যেন এখন থেকেই সমগ্র সুন্দরবনবাসী অকাল শারদীয়ার মেতে উঠেছে।কেউ সোমেন কে এক পলক দেখার জন্যে দিন গুনতে শুরু করে দিয়েছেন তো কেউ কেউ আবার সোমেন কে কিভাবে বরণ করবেন সেই চিন্তায় মত্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

## ওয়ালমার্ট রপ্তানির জন্য ভারতীয় সরবরাহকারীদের সাথে

# অংশীদারিত্ব করতে গ্রোথ সামিট-এর আয়োজন করবে

**ওয়ালমার্ট- এর লক্ষ্যে নতুন পণ্য তৈরি করা এবং সোর্সিং অংশীদারিত্ব করে সারিবদ্ধ সাথে 2027 সালের মধ্যে ভারত থেকে তিনগুণ রপ্তানি বাড়িয়ে বার্ষিক $10 বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করা**

**Kolkata, November 8, 2023: নিউজ সারাদিন :** ওয়ালমার্ট আজ ঘোষণা করলো যে ভারতে কোম্পানির প্রথম গ্রোথ সামিটের জন্য আবেদন প্রক্রিয়া ৯ নভম্বেরে খোলা হবে, রপ্তানি-প্রস্তুত সরবরাহকারী, মাইক্রো, ছোট এবং মাঝারি আকারের উদ্যোগ (এমএসএমই), ক্রস বর্ডার ট্রেড সাপ্লায়ার এবং উদ্ভাবনী সাপ্লাই চেইন কোম্পানি গুলো কে ব্যবসার জন্য পিচ তৈরি করার সুযোগ। ভারত থেকে পণ্যের রপ্তানি তিনগুন করার জন্য ওয়ালমার্টের প্রতিশ্রুতির দিকে অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্য নিয়ে, ওয়ালমার্ট গ্রোথ সামিট ১৪-১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ সালে নয়া দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে। ইভেন্টের জন্য রেজিস্ট্রেশন ১১ ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত খোলা আছে।

দুই দিনের ইভেন্টে ভারতীয় কোম্পানি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েক ডজন ওয়ালমার্ট ক্রেতা রপ্তানির জন্য তাদের পণ্য মূল্যায়ন করতে একত্রিত হবেন। যেখানে ক্রেতাদের রিয়েল-টাইম, অন-দ্য-গ্রাউন্ড ডিল এবং সম্ভাবনা অফার করা হবে। ২০২৭ সালের মধ্যে ভারত থেকে বার্ষিক $১০ বিলিয়ন মূল্যের পণ্যের উৎস করার জন্য ওয়ালমার্টের প্রতিশ্রুতি অনুসারে, এই ইভেন্টের লক্ষ্য হল মেক ইন ইন্ডিয়া উদ্যোগের সাথে অংশীদারিত্ব করা যাতে সেই বিভাগে রপ্তানি বাড়ানো যায় যেখানে ভারতের শক্তিশালী উপস্থিতি রয়েছে, যেমন খাদ্য, ভোগ্যপণ্য, স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা সহ সাধারণ পণ্যদ্রব্য যেমন পোশাক, জুতা, হোম টেক্সটাইল এবং খেলনা।

এই ইভেন্টটি ওয়ালমার্ট সোর্সিং ইনোভেশন টিম এবং ভারত-ভিত্তিক সাপ্লাই চেইন উদ্ভাবকদের একত্রিত করে, বিশ্ব বাজারে একটি নেতৃস্থানীয় খেলোয়াড় হওয়ার জন্য দেশের সাপ্লাই চেইন বিকাশের জন্য ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা কে সমর্থন করার জন্য ওয়ালমার্টের প্রচেষ্টাকে আরও বাড়িয়ে তুলবে।

ওয়ালমার্টের সোর্সিং এর এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেয়া অ্যালব্রাইট বলেন, "ওয়ালমার্ট ভারতে দীর্ঘকাল ধরে বিনিয়োগ করেছে এবং নতুনদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার সাথে সাথে আমাদের বিদ্যমান সরবরাহকারীদের সাথে রপ্তানি সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখার অসাধারণ সুযোগ দেখতে পাচ্ছে। গ্রোথ সামিট আমাদের ঠিক সেটা করতে সাহায্য করবে। ওয়ালমার্ট থেকে একটি ক্রয় আদেশ সম্প্রদায়গুলিতে প্রবল প্রভাব ফেলতে পারে যা প্রায় সরবরাহকারীদের নতুন চাকরি তৈরি করতে এবং স্থানীয় উৎপাদন প্রসারিত করতে সক্ষম করবে। আমরা এই ইভেন্টটি হোস্ট করতে পেরে উত্তেজিত এবং বিশ্বাস করি এটি অনেকের মধ্যে প্রথম হবে।"

ভারতে ওয়ালমার্টের প্রতিশ্রুতি নতুন নয়, কোম্পানীটি ১৯৯০ এর দশক থেকে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন শ্রেণীতে পণ্য রপ্তানি করছে। কোম্পানিটি ওয়ালমার্ট বৃদ্ধির মাধ্যমে এমএসএমই-এর উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ও অগ্রগতি করছে, যা ২০১৯ সালে ৫০,০০০ উদ্যোক্তাদের দেশীয় এবং বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খল অংশগ্রহণের জন্য ক্ষমতায়নের জন্য চালু করা একটি প্রোগ্রাম। এবং ২০২২ সালে, ওয়ালমার্ট কোম্পানি অনলাইন মার্কেটপ্লেসের আইটেমগুলোর জন্য বিক্রেতাদের নিয়োগ করেছিল, একটি প্রচেষ্টা যা ৬৫০ টিরও বেশি ভারতীয় এমএসএমই থেকে আগ্রহ আকর্ষণ করেছিল। অনূপ বেক্টর, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, মেসার্স বেক্টরস ফুড স্পেশালিটিস লিমিটেড, বিশ্বব্যাপী ওয়ালমার্টের একটি মূল সরবরাহকারী, বলেন, "ভারতীয় সরবরাহকারীদের প্রতি ওয়ালমার্টের অটল প্রতিশ্রুতি আমাদের কোম্পানিকে বিশ্বব্যাপী পণ্য প্রদর্শনের জন্য সংস্থান এবং সুযোগ প্রদান করেছে । ওয়ালমার্ট উপযোগী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং বিস্তৃত বাজারের মাধ্যমে,আমাদের বিশ্বব্যাপী বৃদ্ধির গল্পে একটি অমূল্য অংশীদার আছে, মেসার্স বেক্টরস ফুড স্পেশালিটিস হল 'ক্রেমিকা অ্যান্ড ইংলিশ ওভেন' ব্র্যান্ডের অধীনে প্রিমিয়াম এবং মিড-প্রিমিয়াম বিস্কুট এবং বেকারি সেগমেন্টে ভারতের শীর্ষস্থানীয় কোম্পানিগুলির মধ্যে একটি।"

ওয়ালমার্ট জানিয়েছে যে বিক্রেতা এবং সরবরাহ চেইন বিশেষজ্ঞরা ৯ নভেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ওয়ালমার্ট গ্রোথ সামিটের জন্য এখানে রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন।

## লোকসভার আগে নয়াগ্রামে বিজেপির ধস!

# বিজেপির বুথ সভাপতি সহ শতাধিক কর্মী তৃণমূলে যোগদান করলেন

**অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম : নিউজ সারাদিন :** লোকসভা নির্বাচনের আগে বুধবার নয়াগ্রাম ব্লকের ১১ নং আড়রা অঞ্চলে বিজেপির ধস। জানা গেছে আড়রা অঞ্চলের জামডহরা সংসদের বিজেপির বুথ সভাপতি ব্রজমোহল ধল সহ শতাধিক বিজেপি দলের কর্মী সমর্থক বিজেপি দল ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। যোগদানকারীদের হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে দেন নয়াগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রমেশ রাউৎ, নয়াগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপা বেরা, সহ-সভাপতি একাদশী মান্ডি সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। যোগদানকারীদের বক্তব্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের কাজে সামিল হতে তারা বিজেপি দল ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদানকারী সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান নয়াগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রমেশ রাউৎ । তিনি বলেন লোকসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসবে ততই বিজেপি দল ছেড়ে মানুষ দলে দলে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করবেন। তাই বিজেপি ছেড়ে যোগদানকারীদের তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। সেই সঙ্গে তিনি বলেন যারা বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন তাদেরকে দলে যোগ্য সম্মান দেওয়া হবে। যার ফলে লোকসভা নির্বাচনের আগে নয়াগ্রামে বিজেপি দল তাদের শক্তি হারালো বলে রাজনৈতিক মহলের অনুমান। প্রসঙ্গত কেন্দ্র সরকারের একাধিক জনস্বার্থ বিরোধী নীতি, রাজ্য সরকার কে বঞ্চনা ও একশো দিনের কাজের বকেয়া টাকা আটকে রাখার অভিযোগ তুলে বুধবার বিকেলে নয়াগ্রাম ব্লকের ১১ নং আড়রা গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক ও অঞ্চল নেতৃত্বদের নিয়ে আয়োজিত হল প্রতিবাদ সভা। এদিনের প্রতিবাদ সভা শেষে বিজেপির শতাধিক কর্মী সমর্থক বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন।


**ফর্ম নং. INC-26**

**[কোম্পানি (নিগমকরণ) নিয়ম বিজ্ঞপ্তি ৩০ অনুযায়ী কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) বিধিমালা, ২০১৪]**

**এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস পরিবর্তনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পূর্বাঞ্চল, কলকাতার যে কোনো সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ**

**ধারা ১৩ কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর উপ-ধারা (৪) এবং কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) বিধিমালা, ২০১৪ এর ৩০ বিধির উপ-বিধি (৫) এর ধারা (অ) বিষয়ে**

**এবং**

**সেকেন্ড রাউন্ড প্রাইভেট লিমিটেডের ক্ষেত্রে যার নিবন্ধিত অফিস LP-৪৩৬/১/২, ১৭/৪, চৌধুরী পাড়া, ২য় বাই লেন, হাওড়া-৭১১১০৪, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।**

**- পিটিশনারের**

**নোটিশ** এতদ্বারা সাধারণ জনগণকে জানানো হচ্ছে যে কোম্পানি আইনে, ২০১৩ -এর ধারা ১৩ - এর অধীনে অতিরিক্ত সাধারণ জেনারেলে পাস করা বিশেষ রেজোলিউশনের পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনের নিশ্চিতকরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করার প্রস্তাব করেছে। **মঙ্গলবার, ১০ই নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে** কোম্পানিটিকে তার নিবন্ধিত **অফিস হাওড়া (ওয়েস্ট বেঙ্গল) থেকে আহমেদাবাদ (গুজরাট)** পরিবর্তন করার জন্য সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে যার আগ্রহ প্রভাবিত হতে পারে এমন যেকোন ব্যক্তি এমসিএ- ২১ পোর্টালে অভিযোগ করতে পারেন (www.mca.gov.in) বা বিনিয়োগকারীর ফর্ম জমা দেওয়ার মাধ্যমে তার আগ্রহের প্রকৃতি এবং বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে আঞ্চলিক পরিচালকের ঠিকানায় নিবন্ধিত পোস্টের মাধ্যমে প্রেরণ করতে পারেন: **NIZAM PALACE, 2ND MSO BUILDING , 3RD FLOOR, 234/4 AJCBOSE ROAD, KOLKATA-700020** এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের ১৪ দিনের (চৌদ্দ দিনের মধ্যে) নীচে উল্লেখিত ঠিকানায় আবেদনকারী কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে অনুলিপি সহ:

**"LP-436/1/2, 17/4, চৌধুরী পাড়া, ২য় বাই লেন, হাওড়া--৭১১১০৪, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত"**

**পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে এবং পক্ষে,**

**সেকেন্ড রাউন্ড প্রাইভেট লিমিটেড**

| | |
|---|---|
| **জিনাল শিল্পাবেন শাহ** | **ভগত এন. কোষ্টি** |
| **ডাইরেক্টর (পরিচালক)** | **ডাইরেক্টর (পরিচালক)** |
| **DIN: 08477983** | **DIN: 10264392** |
| **স্থান: হাওড়া** | |
| **তারিখ: ০৯.১১.২০২৩** | |



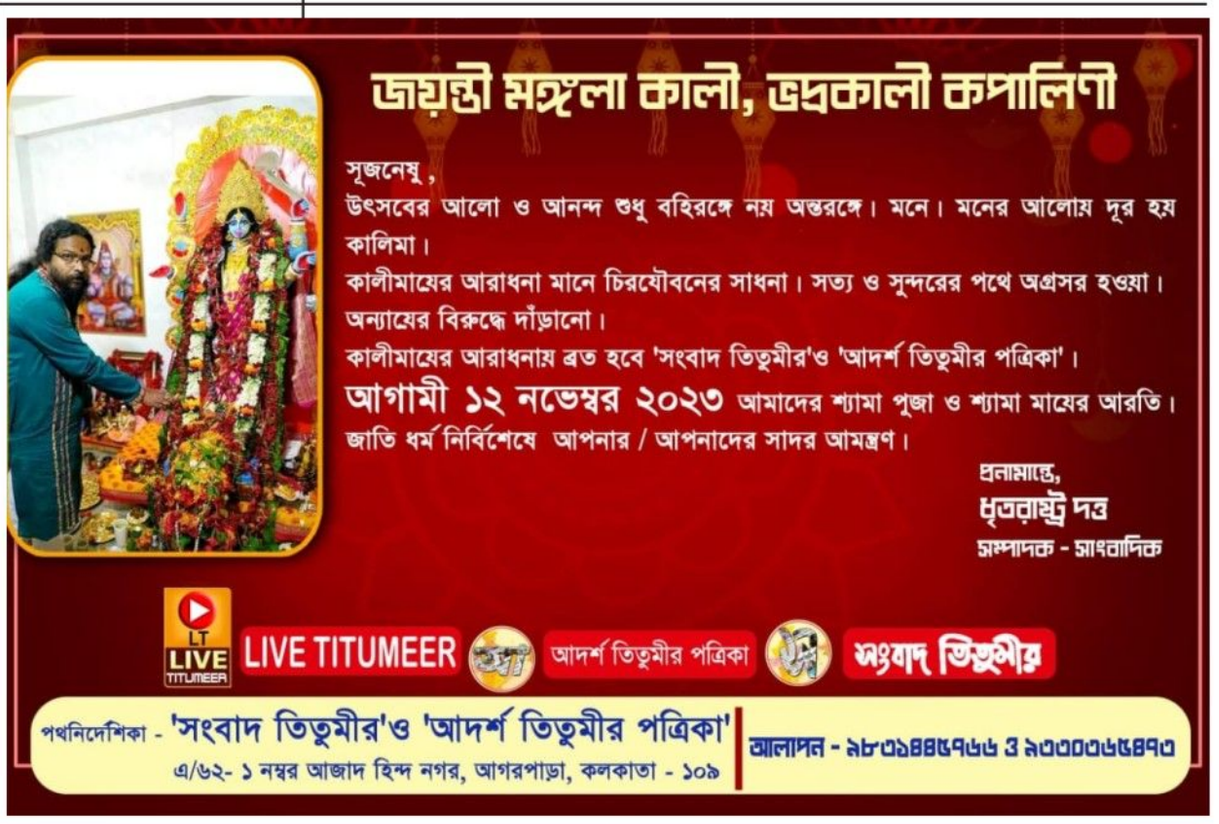

১-ম পাতার পর

# মন্ত্রীপদে রইলেন বালুই, সাংগঠনিক দায়িত্ব অন্য মন্ত্রীদের দিলেন মমতা

যেমন সরানো হয়নি, তেমনি উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সভাপতির পদ থেকেও সরানো হয়নি। তবে সামনেই যেহেতু লোকসভা ভোট, তাই তৃণমূলের সাংগঠনিক কাজকর্মে যাতে অসুবিধা না হয়, সেদিকেও নজর দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)। যে যে সাংগঠনিক দায়িত্ব জ্যোতিপ্রিয় সামলাতেন, সেই দায়িত্বগুলি উত্তর ২৪ পরগনারই অন্য মন্ত্রীদের দেওয়া হয়েছে। অর্থাত সুজিত বোস, পার্থ ভৌমিকরা বাড়তি সাংগঠনিক দায়িত্ব পেতে চলেছেন।

১-ম পাতার পর

# কে অভিষেক? আমাদের নেতা? জ্যোতিপ্রিয় বিস্ময় প্রশ্ন নিয়ে কৌতূহল

দিন।''তখন সাংবাদিকরা তাঁকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইডি-র তলবের ব্যাপারে প্রশ্ন করতেই জ্যোতিপ্রিয় বলেন, 'কোন বন্দ্যোপাধ্যায়?' ফের একই প্রশ্ন করাতে জ্যোতিপ্রিয় ফের বলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কে? আমাদের নেতা?'

কদিন আগে এই জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকই হাসপাতালে যাওয়ার সময়ে বলেছিলেন, 'মমতাদি সব জানেন, অভিষেক সব জানেন, আমি নির্দোষ।' জ্যোতিপ্রিয় সেকথা বলার পর সন্ধ্যায় যারপরনাই ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন দলের সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কল্যাণ বলেছিলেন, 'মমতাদি রেশন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনতে চেয়েছিলেন। তিনি মন্ত্রীদের উপর ভরসা করেছিলেন। কিন্তু কেউ অপকর্ম করে থাকলে তার দায় দিদির নয়।'

কল্যাণ দলের অনুমতি নিয়েই সেই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে। তাঁর সেই প্রতিক্রিয়ার পরই জ্যোতিপ্রিয় অভিষেকের ব্যাপারে প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন কিনা সে ব্যাপারে কৌতূহল তৈরি হয়েছে।এমনিতে জ্যোতিপ্রিয়কে নিয়ে ঘটনাপ্রবাহর সঙ্গে অভিষেকের আপাত কোনও সম্পর্ক নেই। বরং জ্যোতিপ্রিয়র বিরুদ্ধে যে ধরনের অভিযোগ উঠছে সেই সব প্রশ্নই অধিকতর প্রাসঙ্গিক। বিশেষ করে তাঁর মেয়ে ও স্ত্রীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে নগদে কীভাবে প্রায় ১০ কোটি টাকা জমা পড়ল সেই প্রশ্ন অনেক বেশি জরুরি। এদিন সেই সব প্রশ্নও কমবেশি বালুকে করা হয়। জবাবে বন মন্ত্রী দাবি করেন, তিনি নির্দোষ। ১৩ তারিখ তাঁকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে পেশ করা হলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে বলে দাবি করেছেন রাজ্যের বনমন্ত্রী। সেই সঙ্গে ফের বলেছেন, "আমি দলের সঙ্গে ছিলাম, আছি, থাকব'।

## বাংলায় রাজ্যপাল বদল হবে?

# আনন্দকে সরানোর আর্জি গেছে দিল্লিতে

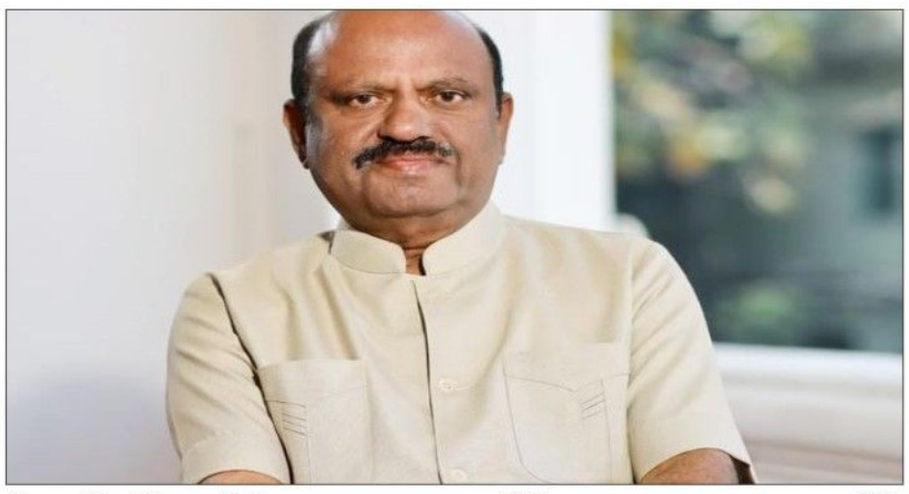

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** প্রাক্তন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের সঙ্গে রাজ্য বিজেপি নেতারা যতটা স্বচ্ছন্দ ছিলেন, বর্তমান রাজ্যপালের সঙ্গে কখনওই ততটা স্বচ্ছন্দ হতে দেখা যায়নি শুভেন্দু অধিকারীদের। বরং রাজ্যপালের বিরুদ্ধে তৃণমূলের সঙ্গে আপস করে চলার ব্যাপারে খোলাখুলিই অভিযোগ তুলেছিলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ স্বপন দাশগুপ্ত।শুভেন্দু শিবিরের মতে, বর্তমান রাজ্যপাল রাজভবনের ওজন লঘুতর করে ফেলেছেন। যা মোটেই ভাল দেখাচ্ছে না। সূত্রের খবর, এ মাসের মাঝামাঝি সময়ে দিল্লিতে রাজ্য বিজেপির কয়েকজন নেতার সঙ্গে কথা হতে পারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহর। তখনও রাজভবনের বিষয়টি আলোচনায় উঠে আসতে পারে।সূত্রের খবর, বাংলার রাজ্যপাল পদ থেকে সিভি আনন্দ বোসকে সরানোর ব্যাপারে ফের জোরালো আর্জি গিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর কাছে। রাজ্য বিজেপির একাংশ আশা করছেন, পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোটের পর রাজভবনের জন্য নতুন মুখ পাঠাতে পারে দিল্লি। বর্তমান রাজ্যপালকে পাঠিয়ে দেওয়া হতে পারে উত্তর-পূর্বের কোনও রাজ্যে। বিজেপির একটি সূত্রের মতে, বর্তমান রাজ্যপাল আগ বাড়িয়ে কিছু পদক্ষেপ করে যেমন অস্বস্তি তৈরি করেছেন, তেমনই হঠাৎ করে যখন তিনি দহরম মহরম শুরু করছেন, সেও বিস্ময়কর। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ মামলায় ইতিমধ্যেই রাজভবনের হাত পুড়েছে। সুপ্রিম কোর্টে হেরে গিয়েছেন রাজ্যপাল। আবার পুজোর সময়ে রাজভবন পুজো-পুরস্কার চালু করার পর দেখা গিয়েছে, কোনও পুজো কমিটিই তা নিতে চায়নি। তৃণমূল তাঁকে উঠতে বসতে কটাক্ষ করছে। অথচ অমিত শাহ যখন শহরে, তখন আবার দেখা যাচ্ছে, রাজ্যপাল তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের সঙ্গে মিটিং করছেন। কুণালের পাড়ার পুজোয় চলে যাচ্ছেন অঞ্জলি দিতে।

## অভিভাবকের সচেতনতার অভাবে

# শিশুদের হাতে মোবাইল, শিশুরা যাচ্ছে রসাতলে

**প্রতিবেদন স্বপন দত্ত বাউল নিউজ সারাদিন :** বাউল গান গেয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুড়তে ঘুড়তে নিউজ সারাদিনের বাউল শিল্পী ও সাংবাদিকের ক্যামেরায় ধরা পড়লো । শিশুরা পথের ধারে বসে মোবাইল দেখতে বিভোর। অভিভাবক মা বাবাদের সচেতনতার অভাবে ফলে, দুধের শিশুরা যাচ্ছে রসা তলে। মা বাবারা শিশুদের সর্বনাশ করছে মোবাইল হাতে দিয়ে তুলে । শিশু ও ছোটদের হাতে মোবাইল কেউ দিও না ভুলে। শিশু ও ছোটদের হাতে মোবাইল দেওয়া বন্ধ না হলে, শিশুদের চোখের ক্ষতি, নার্ভের ক্ষতি, লেখা পড়া যাবে রসাতলে। আবার একটু বড় হলেই মারণ গেম খেলে শিশুদের ও ছোটদের জীবন যাবে চিরতরে চলে । শিশু ও ছোটদের মোবাইলের হাত থেকে রক্ষা করতে সমাজকে সচেতন হতে হবে। মা বাবাকে শিশুদের হাতে মোবাইল দেওয়া বন্ধ করতে হবে। আজকালকার শিশুদের হাতে মা বাবারা নিজেরাই নিজে থেকেই মোবাইল ধরিয়ে দিয়ে খাবার খাওয়াচ্ছে, শিশুরা ঝোঁক ও বায়না ধরলে তার হাতে মোবাইল ধরিয়ে দিয়ে দিয়ে। ছেলে মেয়ে খাচ্ছে না বলে ঝোঁক ধরছে বায়না করছে বলে মোবাইল কেন দিতে হবে ? মা বাবাকে শিশুদের গায়ে হাত দিতে হবে না একটু সচেতন হয়ে চোখ পাকালেই তারা ভয় খাবে আকারে ইঙ্গিতে তাকে ধমক দিলেই শিশুরা বুঝবে মা বাবা তো বকছে সুতরাং তারা ভয় খাবে। আজকাল ছেলে মেয়ে কে মা বাবারা এত আদর দিচ্ছে যা চাইছে সঙ্গে সঙ্গে তাই দিচ্ছে এতে শিশুমন ও দেখছে যে মা বাবা তো বকে না তাই তারা ঝোঁক ও বায়না কে অস্ত্র করে তারা কান্না জুড়ে দেয় ওরা জানে কান্না কাটি করলেই মা বাবা তো আমাদের বায়না মেটাবে ঠিক সেই সময় নিজেরাই মা বাবারা শিশুদের হাতে মোবাইল ধরিয়ে দিয়ে তাদের খাওয়াচ্ছে এবং ঝোঁক বায়না এটা নেব ওটা নেব, এটা দাও ওটা দাও যাতে না বলে শিশুদের হতে মোবাইল ধরিয়ে দিয়েই বায়না বন্ধ করার চেষ্টা করছে অনেকেই। তাই তো শিশুরা ভয় মুক্ত হয়ে মোবাইল দেখতে বিভোর । কান্না থামাচ্ছে। এই ভাবে শিশুদের ও ছোটদের মোবাইল দেখতে দিয়ে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছে। সুতরাং শিশুদের মোবাইল দেখার জন্য অনেকেই মা বাবাকে দায়ী করছেন। আবার কেউ বলছেন মোবাইল না দেখেলে আমার বাচ্চা খাবে না কান্না থামাবে নাতো কি করব? সুতরাং বাধ্য হয়েই আমাদের শিশুদের হাতে মোবাইল দিতে হয়। পথ চলতি মিনতী মা উনার ৮৪ বছর বয়স এ বিষয়ে সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে বলেন শিশুদের ছোটদের সর্বনাশ করছে মা বাবারাই মোবাইল হাতে গুজে

## দেশজুড়ে "নারীর জন্য জল, জলের জন্য নারী"

# অভিযানের প্রথম দিনেই বিপুল সাড়া মিলেছে

**নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন :** "নারীর জন্য জল, জলের জন্য নারী" অভিযানের সূচনা হল ৭ই নভেম্বর। আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক এবং জাতীয় নগর জীবিকা মিশন ও ওড়িশা আরবান অ্যাকাডেমির যৌথ উদ্যোগে অমৃত কর্মসূচির আওতায় শুরু হওয়া এই অভিযান চলবে ৯ই নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত। "নারীর জন্য জল, জলের জন্য নারী" অভিযানের লক্ষ্য হল জল ব্যবস্থাপনায় মহিলাদের অন্তর্ভুক্তির একটি মঞ্চ তৈরি করা। বিভিন্ন শহরে জল পরিশোধন কেন্দ্রগুলিতে নিয়ে গিয়ে তাঁদের এ বিষয়ে হাতে-কলমে অবহিত করা হচ্ছে। প্রথম দিনেই এই অভিযানে বিপুল সাড়া মিলেছে। এইভাবে হচ্ছে 'জল দীপাবলী'-র উদযাপন। নির্বাচনী প্রক্রিয়াভুক্ত রাজ্যগুলি ছাড়া অন্যত্র ২৫০টিরও বেশি জল পরিশোধন কেন্দ্র পরিদর্শন করে বাড়িতে বাড়িতে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ প্রক্রিয়ার যাবতীয় খুঁটিনাটি প্রত্যক্ষ করেন মহিলারা। তাঁদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। নানান ধরনের উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় তাঁদের হাতে। অমৃত প্রকল্প সম্পর্কে মহিলাদের আরও বেশি অবহিত করে বাড়িতে জল সম্পদের সুষম ব্যবহারের বিষয়ে সচেতনতার প্রসার এই কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য। অভিযানের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনে ৪০০টিরও বেশি জল পরিশোধন কেন্দ্রে ১০ হাজারের বেশি মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য এইভাবে 'জল দীপাবলী' উদযাপনে সামিল হবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

## উৎসবের মরশুমে নির্ধারিত তারিখ

# ১০ ই নভেম্বরের ৩ দিন আগেই এই অর্থ মঞ্জুর করা হল

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** কর রাজস্ব বাবদ প্রাপ্য হিসেবে নভেম্বর ২০২৩-এ কেন্দ্রের কাছ থেকে ৫৪৮৮.৮৮ কোটি টাকা পাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। এবাবদ রাজ্যগুলিকে মোট ৭২,৯৬১.২১ কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে। ত্রিপুরা ৫১৬.৫৬ কোটি এবং ঝাড়খণ্ড ২৪১২.৮৩ কোটি টাকা পাবে।

উৎসবের মরশুমে নির্ধারিত তারিখ ১০ ই নভেম্বরের ৩ দিন আগেই এই অর্থ মঞ্জুর করা হল। এর ফলে উৎসবের মরশুমে রাজ্যগুলি উপযুক্ত সময়ে প্রাপকদের পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিতে পারবে।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

## হারানো/প্রাপ্তি

আমি **বাতল সেখ @ বাতন আলী,** পিতা মৃত ফকির শেখ এবং ওমেলা বিবি স্বামী বাতল সেখ. গ্রাম -হালসানা পাড়া, পোস্ট-চৌরিগাছা, থানা-বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২৪০৫,আমার নামে আসল দলিল, দলিল নং ৫১৮৬/৮৭ হারিয়েছি, ৩০/১০/২০২৩ তারিখে বহরমপুর বি. এল অ্যান্ড এল আর ও অফিস থেকে বাড়ির রাস্তা, বিষয়টি জানাইয়া ০২/১১/২০২৩ তারিখে স্থানীয় থানায় একটি জিডি হয় (জিডি নং. : ১১৪ . তাও, ওমেলা বিবি স্বামী বাতল সেখ.- গ্রাম-হালসানা পাড়া, পোস্ট-চৌরিগাছা, বহরমপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২৪০৫, দলিল নং. ১০২৬৭/৮৮, যা দখল থেকে পূর্বোক্ত মূল জমির দলিল হারিয়েছে ৩০/১০/২০২৩ এ বহরমপুর B.L. & L.R.O. অফিস থেকে বাড়ি রোড, বহরমপুর থেকে রামনগর ঘাট রাস্তা,মুর্শিদাবাদ। উল্লিখিত জমির দলিল বন্ধক রেখে কোনো ঋণ নয় এবং কোট এ কোনো সিরিজ নই বা কোন জায়গায় জমা নাই । যদি কোনো ব্যক্তি উক্ত দলিলটি পাইয়া থাকেন তাহা ফেরত দেবার অনুরোধ করা হইতেছে। এবং বিজ্ঞাপন টি প্রকাশিত হওয়ার দিন হইতে ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তির সহিত যোগাযোগ করিবেন বাতল সেখ @ বাতন আলী, পিতা মৃত ফকির শেখ এবং ওমেলা বিবি স্বামী বাতল সেখ, গ্রাম -হালসানা পাড়া, পোস্ট-চৌরিগাছা, থানা-বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন.- ৭৪২৪০৫, কোন সহৃদয় ব্যক্তি যদি দলিত পেয়ে থাকেন অতি সত্যর এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন।

মোবাইল + ৯১ ৯৬০৯২ ৩০৩০১ / ৮১৪৫৩৩০৪৪৭

# দীপাবলির আগে কর বাবদ কেন্দ্র থেকে ৫,৪৮৮ কোটি টাকা পেল রাজ্য

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** দীপাবলির আগে রাজেয়র আর্থিক সমৃদ্ধি। কেন্দ্রের কাছ থেকে বকেয়া কর হিসেবে ৫৪৮৮ কোটি টাকা পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। দীপাবলির আগে রাজ্যগুলোর আর্থিক সমৃদ্ধি যাতে হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই টাকা বলেই বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে কেন্দ্র।সম্প্রতি রাজভবনের সামনে ধরনা কর্মসূচি করেছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের দাবিদাওয়া সম্বলিত চিঠি কেন্দ্রের কাছে পাঠিয়েছিলেন খোদ রাজ্যপাল। কেন্দ্র থেকে আসা সেই উত্তর রাজ্যপাল ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারকেও জানিয়েছে বলে রাজভবন সূত্রের খবর। সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে কেন্দ্র থেকে বকেয়া কর বাবদ এই টাকা পাওয়া নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও এই বিষয় নিয়ে রাজ্যের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক শুধুমাত্র এ রাজ্য নয়, আরো ২৭টি রাজ্যকেই বকেয়া বাবদ টাকা দিয়েছে।কেন্দ্রের অর্থ মন্ত্রকের তরফে মঙ্গলবার এক বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে দীপাবলীর আগেই কর বাবদ একাধিক রাজ্যকে টাকা দেওয়া হচ্ছে।তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গকে ৫,৪৮৮ কোটি টাকা দেওয়া হল। যখন ১০০ দিনের গ্রামীণ প্রকল্প থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার টাকা দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া রয়েছে কেন্দ্রের কাছে, ঠিক সেই সময়ই দীপাবলির আগে রাজ্য কোষাগার ভরল বিপুল অঙ্কের কেন্দ্রীয় অর্থে।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ৩০৪ সংখ্যা ০৯ নভেম্বর, ২০২৩ বৃহস্পতিবার ২২ কার্ত্তিক, ১৪৩০

## সম্পাদকীয়

### জাতীয় সড়কের উপর চাষ!
### তিন মণ ধান ফলিয়েছেন! 'পাগলি'র কাণ্ডে হইচই

ঘর বলতে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের অধিগৃহিত বিস্তৃত জমি। খোলা আকাশের নীচে এক টুকরো প্লাস্টিক মুড়ি দিয়ে রাত কাটিয়ে দেন ৫০ বছরের প্রৌঢ়া। তাঁর নাম কেউ জানেন না। স্থানীয়রা ডাকেন 'পাগলি' বলে। ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'আমি গোটা পৃথিবীর মালিক।'প্রৌঢ়ার খাওয়াদাওয়া কী ভাবে জোটে? স্থানীয় হোটেলের মালিক রুবেল শেখ বলেন, "কেউ কিছু দিতে গেলে ও নেয় না। শুধুমাত্র আমার হোটেলেই দুপুরের খাবার খেয়ে যায়। তা-ও মাছ-মাংস দিলে খেতে চায় না। শুধুই সব্জি। না আছে লোভ, না কোনও রাগ। ওর ব্যবহারটাই অন্য রকম।"

মহিলার কর্মকাণ্ড নিয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে প্রকল্প আধিকারিক সুবীর মিশ্র অবশ্য জানান, সরকার অধিগৃহীত জমিতে কোনও রকমের দখলদারি বেআইনি। তবে তাঁর সংযোজন, "কিন্তু এ তো (ধান চাষ) আমাদের চোখের সামনে হয়েছে। একে কী বলি বলুন তো! সত্যি বলতে, আমরাও মুগ্ধ। কেমন যেন মায়ায় পড়ে গিয়েছি।" আর যিনি এই কাণ্ড ঘটিয়ে বসে আছেন, তিনি রয়েছেন আপন খেয়ালে। প্রশ্ন করলে তিনি নির্বিকার। হঠাত কেবল বিড়বিড়িয়ে ওঠেন, "এ দুনিয়া আমার, জমি আমার, ধান আমার।"মহিলার দাবি যে ভিত্তিহীন নয়, সেই 'দখলদারির' প্রমাণ পেয়ে ভিড় জমে গিয়েছে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার জাতীয় সড়ক সংলগ্ন বেসরকারি গাড়ি স্ট্যান্ডের উল্টো দিকে নির্মীয়মাণ জাতীয় সড়কে। অসমাপ্ত হয়ে পড়ে থাকা জাতীয় সড়কের একটি লেন এবং তার সংলগ্ন বিশাল এলাকা জুড়ে ধান ফলিয়েছেন ওই 'পাগলি'।

দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গের যোগাযোগের অন্যতম সড়কপথ ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক। 'ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া'র উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রকের বরাদ্দ অর্থে বেশ কয়েক বছর আগেই শুরু হয়েছে ওই জাতীয় সড়কের আরও দু'টি লেন সম্প্রসারণের কাজ। জমি অধিগ্রহণ হয়েছিল প্রায় দু'দশক আগে। অধিগৃহীত জমিতে দখলদারি যাতে না হয়, তার প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। কিন্তু, ওই পর্যন্তই। তার পর থেকে থমকে রয়েছে কাজ। এখন একটু বৃষ্টিতেই ওই এলাকায় জল জমে যায়। চলাচলের অসুবিধা হয়। চলতি বর্ষাতেও জল জমেছিল। সেই জল একটু সরে যেতেই সেখানে আস্তানা গাড়েন মহিলা। সেখানেই তিনি ফলিয়েছেন ধান।কী ভাবে সম্ভব হল এটা? স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, উদ্বৃত্ত ধানের চারা জড়ো করে চারদিকে রোপণ করে দিয়েছিলেন 'পাগলি'। জাতীয় সড়কের পাশেই ডাঁই হয়ে থাকা গোবরকে সার হিসাবে ব্যবহার করেছেন তিনি। প্রথম প্রথম তাঁর কাণ্ড দেখে পথচলতি মানুষ হাসাহাসি করতেন। তবে কেউই বাধা দেননি তাঁকে। আর মহিলাও আপন খেয়ালে ধানের চারা পুঁতে গিয়েছেন। কয়েক দিন আগে নিম্নচাপের বৃষ্টিতে সবুজে ছেয়ে গিয়েছে অর্ধসমাপ্ত জাতীয় সড়ক। বিশাল রাস্তার মাঝখানে আচমকা বিশাল জায়গা জুড়ে ধানগাছ দেখে বিস্মিত হয়েছেন স্থানীয়রা।ধানের ক্ষেত' নিয়ে 'পাগলি' ভীষণ কড়া। সকাল থেকে সন্ধ্যা 'ক্ষেত' আগলেই সময় কেটে যায় তাঁর। স্থানীয়দের কথায়, "ওই ধানগাছগুলোর উপর দিয়ে পাখি ওড়ারও অনুমতি দেয়নি পাগলি।" ইতিমধ্যে অর্ধেকের বেশি ধান পেকে গিয়েছে। সেগুলো ঝাড়াই-মাড়াই করে একাই বস্তাবন্দি করে ফেলেছেন ৫০-এর মহিলা। সেই বস্তায় কারও হাত দেওয়ার জো নেই। রে-রে করে তেড়ে যান প্রৌঢ়া। এখনও অর্ধেক ক্ষেতের ধান তোলার কাজ বাকি। সব মিলিয়ে প্রায় তিন মণের বেশি ধান ফলিয়েছেন তিনি। জাতীয় সড়কের জন্য পড়ে থাকা জমিতে এমন এক মহিলার সৃজনশীল কাণ্ডে অবাক সকলেই।

নির্মীয়মাণ জাতীয় সড়কের যে অংশে মহিলা ধান চাষ করেছেন, তার একটু দূরেই রয়েছে ছোট্ট একটি মোবাইলের দোকান। দোকানমালিক নুর সেলিমের কথায়, "বছর পাঁচেক আগে এখানে আসে ওই পাগলি। অনেক প্রশ্ন করেও ওর নাম জানতে পারিনি কেউ। কোথা থেকে এসেছে, সেটাও জানি না। তবে আমরা সবাই ভালবেসেই ওকে 'পাগলি' বলে ডাকি।" রাস্তার আরও খানিক দূরে আছে মসজিদ। তার ইমাম মুফতি হাবিবুর রহমান 'পাগলি'র কাণ্ড নিয়ে বলেন, "কোনও সুস্থ মানুষও তো এ ভাবে ভাবতে পারেন না। বহু মানুষের থেকে পরিণত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন এই মহিলা। আমার মতে, ইনি আর যা-ই হোন, মানসিক ভারসাম্যহীন নন। পরিস্থিতির চাপে বা কোন অসুস্থতায় স্মৃতি লোপ পেয়েছে মাত্র।"প্রৌঢ়ার খাওয়াদাওয়া কী ভাবে জোটে? স্থানীয় হোটেলের মালিক রুবেল শেখ বলেন, "কেউ কিছু দিতে গেলে ও নেয় না। শুধুমাত্র আমার হোটেলেই দুপুরের খাবার খেয়ে যায়। তা-ও মাছ-মাংস দিলে খেতে চায় না। শুধুই সব্জি। না আছে লোভ, না কোনও রাগ। ওর ব্যবহারটাই অন্য রকম।"

## বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

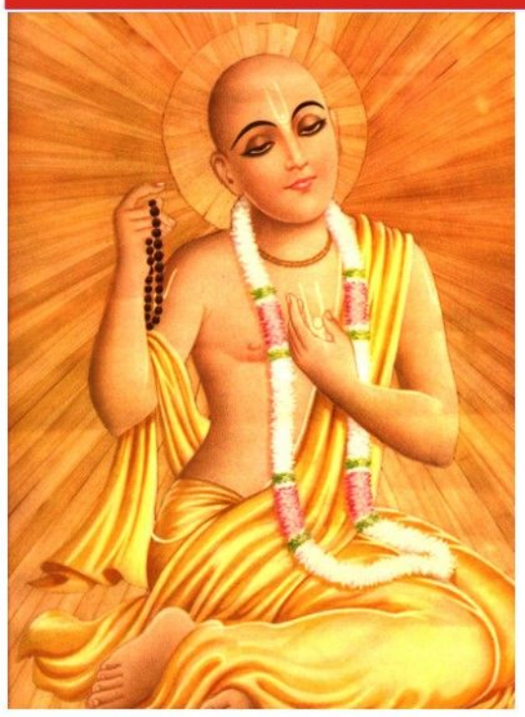

**-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-**

এইরকম আরেকটি গ্রাম গোমাঘর যাকেও অনেকে বিকৃত করে বলে থাকেন গুমাঘর। গোমাঘরের পাশের গ্রাম সডডাঙ্গা যাকে বলা হয় সডডেঙা।বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়েও এই ধরনের পাড়া, গ্রামের নাম, বিভিন্ন শব্দ বিকৃত করার প্রবনতা থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় সেই সময় কী পরিমাণে বিকৃতিকরণ চলেছিল। উপরন্তু মায়াপুর শব্দটি হল সংস্কৃত শব্দ।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# মুনি ঋষিদের বংশধর বাংলার সাধক বামাক্ষ্যাপা

**মৃত্যুঞ্জয় সরদার**
**(শেষ পর্ব)**

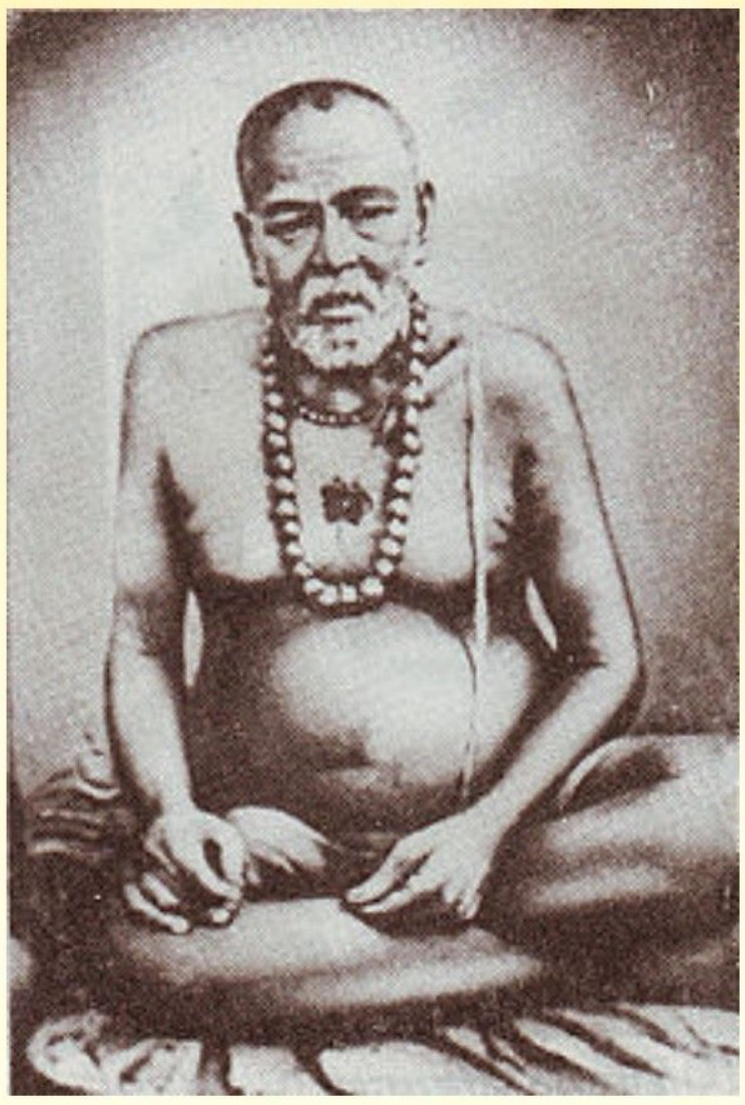

একসময় দেবতা এবং অসুরদের সঙ্গে প্রায় বার বার যুদ্ধ হয়েছিল । পরে ককেশাসের পূর্বদিক দেবতাদের এবং পশ্চিম দিক অসুরদের দেয় । কিছু অসুর সেখানে অবস্থান করেছিল ।ময়দানব তখন অসুরদের রাজ ছিলেন । তার স্থায়ী বসতি ছিল আলাতল লোক (ভূমন্ডলের ১০,৮৮,০০০ কি.মি. দক্ষিনে) যেখানে ফ্লায়িং সসার নির্মিত হয় । ময়দানবের অনুসায়ী মগরা তাদের সেই বসতির স্থানকে 'অমরক' (Amaraka) নামে ডাকত । কেননা অসুরেরা প্রয়ই মনে করে মৃত্যু তাদের কিছুই করতে পারবে না । তাই তারা তাদের মাতৃভূমিকে স্বর্গ মনে করত । আর এজন্যই এই নাম পরবর্তীতে আমেরিগো ভেসপুচিচ (Amerigo vespucci) এটিকে বর্তমানে আমেরিকা নামে পুনস্থাপন করে ।তেমনি ভারতবর্ষের মানচিত্র একটি রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাসে

বীরভূম জেলার রামপুরহাট শহরের কাছে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র মন্দির নগরী তারাপীঠ" আলোচনায় আমরা ।এই শহরের তান্ত্রিক দেবী মা তারা আর মন্দির সংলগ্ন শ্মশানক্ষেত্রের জন্য বিখ্যাত পবিত্র তীর্থক্ষেত্র ।এই মন্দির শাক্তধর্মের পবিত্র একান্ন সতীপীঠের অন্যতম ।ঐতিহ্য ও আরাধনার সাথে যুক্ত সেই মন্দির । কিন্তু প্রশ্ন হল এই পীঠের অবস্থান কোথায় ?তারাপীঠ বীরভূম জেলার মারগ্রাম থানার অধীনস্থ সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি ছোট গ্রাম । প্লাবন সমভূমিরে সবুজ ধানক্ষেত্রের মধ্যে এই তীর্থস্থানটি অবস্থিত ।পূর্বে তারাপীঠ বাংলার সাধারণ মাটির বাড়ি আর মেছোপুকুরে ভরা গ্রামের মধ্যে অন্যতম ছিল। কিন্তু এর প্রসিদ্ধি মাতৃভক্ত ব্যামাক্ষেপা অর্থাৎ বামদেবের এক নামে তারাপীঠকে চেনা যায়। তারাপীঠের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ সাধক হলেন বামাক্ষ্যাপা (১৮৪৩ - ১৯১১ )।তবে পৌরাণিক ইতিহাসের, লোকশ্রুতি বলে দক্ষের যজ্ঞে সতীর প্রাণ বিসর্জনের পর শিবের উন্মাদনা আর বিষ্ণুর সুদর্শণ চক্রের যখন সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড হয়ে যায় , ঠিক সেই মুহুর্তে সতীর তৃতীয় নয়ন এই তারাপীঠে পড়ে । ঋষি বশিষ্ঠ এইটি প্রথম দেখেন এবং সতীকে তারা রূপে পূজো করতে থাকেন । কিন্তু তিনি প্রচারের অন্তরালে থেকে গেছেন চিরকাল , তবু পীঠের বৈশিষ্ঠ্য তাঁকে ছেড়ে নয় , এখানেই তাঁর সাধক বৈশিষ্য বিরাজমান ।এই পীঠের বৈশিষ্ঠ্য হল এখানে সাধনা করলে জ্ঞান , আনন্দ ও সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় । কিন্তু কিংবদন্তী বলে প্রথম যখন বশিষ্ঠ দেব এই তারা মায়ের পূজা করতে থাকেন , তখন তিনি অসফল হন । আর তিব্বতে গিয়ে বিষ্ণু অবতার বুদ্ধের কাছে পরামর্শ নেন । বুদ্ধদেব স্বপনাদেশে জানতে পারেন, তারা সিদ্ধ স্থান হল তারাপীঠ, এবং বুদ্ধদেব বাম মার্গের মদ্যমাংসাদি পঞ্চমাকার সহ তারাদেবীর পূজো করতে নির্দেশ দেন । বুদ্ধদেবের নির্দেশে বশিষ্ঠ বেদ ৩ লক্ষ বার জপ করলে তারামা সন্তুষ্ট হন । বুদ্ধ যে শিশুশিবকে স্তনপানরত অবস্থায় দেখেছিলেন, সেই রূপ দেখাতে, বশিষ্ট দেব মা কে প্রার্থনা করেন, মা প্রীত হন এবং সেই রূপই প্রস্তর অবয়বে রূপান্তরিত হয় ।

ইতিহাসের পাতা বলে রসায়ানাচার্য নাগার্জুন তিব্বত থেকে বৌদ্ধ দেবী তারা সাধনপদ্ধতি ভারতে নিয়ে আসেন ।পালযুগেই এই ধর্ম বিকাশ পায়। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ দেবী হিন্দু ধর্মের উত্থানে হিন্দু দেবীতে পরিণত হয় । তবে হিন্দু সনাতন ধর্মের কাশ্যপ গোত্র কাশ্যপ মুনির বংশধর ছিলেন বামদেব ছিলেন উনিশ শতকের অপার প্রসিদ্ধ কালীভক্ত রামকৃষ্ণদেবের সমসাময়িক ।তন্ত্রের মননে আজ তিনি ঐ শতকের বার্তা । অল্প বয়সেই তাঁর গৃহত্যাগ এবং কৈলাসপতি বাবার হাত ধরেই তন্ত্রের হাতে খড়ি । বামদেব তারামায়ের একান্ত একনিষ্ট ভক্ত । তারাপীঠের নিকটবর্তী মল্ল রাজাদের মন্দিরময় গ্রাম মালুটি তাঁর সাধন ক্ষেত্র।তারাপীঠের মায়ের সন্তান তিনি । এখন প্রশ্ন হল হলঃ- মায়ের প্রতি এই সন্তান কিভাবে এক হয়েছিলেন । মাটির পুতুল নাকি কথা বলে , এমন কথা বাবার কাছে প্রথম তিনি শোনেন । আর তাকেই তিনি সত্য বলে মেনে নেন । বারে বারে মায়ের কাছে আছড়ে পড়েন তিনি । কিন্তু যখন সাধকের সাধনা নিত্য ছেড়ে সেই চরণে নিয়োজিত হয় , তখন মনে হয় সাধ্য সাধনা সমগ্র বাধাবিঘ্ন পরিত্যাগ করতে পারে , এখানেও তাই । ঈশ্বর ভক্তের আকুতি নেন , ভালোবাসা নেন , আর কিছু নাই । তাই বাংলায় বলা হয় ভাবগ্রাহী জনার্দন , আর সেই খোঁজে মায়ের সাথে তার সক্ষতা ।তারপর ধীরে ধীরে সাধনার গ্রুহ্য তত্ত্ব তিনি জানতে পারেন । একবার রাগ করে কাশীর মা অন্নপূর্ণার কাছে চলে যান । কিন্তু দীর্ঘ দুদিন না খেয়ে আবার ফিরে আসেন ।তবে শোনা যায় , মা অন্নপূর্ণা তাঁকে নিজে হাতে খাবার খাইয়েছিলেন । পরে আবশ্য তিনি তাঁরও দেখা পান। মায়ের আদেশে তিনি ব্রহ্মাণ্ড আলাপ করেন । এমনকি তৎকালীন সমাজে তিনি অনেক অল্প বয়সী কিশোরীকেও দীক্ষা দেন এবং জীবন রক্ষা করেন । তারামায়ের আশীর্বাদ পুষ্ট সন্তান মানুষের আরোগ্যদানের তন্ত্র পুরুষ । লোকশ্রুতি তিনিই বশিষ্ঠ , সেই আদি পূজার মায়ের সন্তান । জীবনের প্রথম দিকে অনেক দারিদ্র্যের মাঝে বেড়ে উঠলেও নাটোরের রাণীর প্রাপ্ত স্বপ্নাদেশে মা বামদেবের খাবারের ব্যবস্থা করেন ।তিনি মায়ের ক্ষ্যাপা ছেলে । রাগ অভিমানের অংশী ।একবার পূজোর আগেই তিনি মায়ের খাবার খেয়ে ফেলেছিলেন, আর তারপরই তিনি পুরোহিতদের রোষে পড়েন । মা স্বপ্ন দিয়ে বামদেবের প্রথম ভোজনের আদেশ দেন। এরপর থেকে মায়ের নৈবেদ্য আগে বামদেবকে সমর্পণ করা হত । পড়াশুনার প্রতি তাঁর একদমই মতি ছিল না , তাই তো তাঁকে হাজার চেষ্টা করেও সে পথে ব্রতী করানো যায় নি । "ছেলেটি তো অ , আ লেখেনি , সে লিখেছে জয় তারা " জয় তারা " , সবপাতাতেই একই কথা লিখেছে ।"বামাচরণের এই মাতৃ আবেদন তাঁকে সাধক বামাদেবে পরিগণিত করেছে। পাড়াপ্রতিবেশীদের কাছে তিনি "হাউড়া" নামে পরিচিত , যার অর্থ হল "নির্বোধ " ।মন্দির পরিচালনার কর্মচারী "দূর্গাদাস সরকার " এর পরিচিত কৈলাস বাবাজীর সাথে বামদেবের পরিচয় । তারাপীঠে তিনিই প্রথম কৈলাচার্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর হাতেই ১৩১৮ বাংলার নরলীলায় জনকল্যাণ শুরু হয় ।দেবতা ও মানুষ , মানুষ ও পশুতে , জাত ও বেজাতে এবং ঘনী ও দরিদ্রের মধ্যে কোন ভেদাভেদ করেন নি ।তবে তিনি বাক্সিদ্ধ ছিলেন । মুখে যা বলে ফেলতেন সেটাই ঘটে যেত। তারাপীঠের নগেন পাণ্ডা খুবই খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব ছিলেন । তাঁর অনুনয়ে বামদেব স্থানীয় জমিদার পূর্ণচন্দ্র সরকারকে রোগমুক্ত করতে যান । কিন্তু বাড়িতে ঢুকেই তিনি বললেন " ও নগেন কাকা , এ শালা তো এখনি ফট" । তারপরি রুগী মারা যায় । এই হলেন বাক্সিদ্ধ বামদেব । লোক শ্রুতি বলে একবার মায়ের উপর ক্ষেপে গেলে মা বামদেব কে নিজের স্তন দিয়ে শান্ত করেন । সেই দেবী মাতৃকার স্বতঃস্ফূর্ত ব্যক্তিপুরুষকে আজ শ্রদ্ধা জানাই । সনাতনী ঐতিহ্যে, মা তারার কৃপাধন্য তারাপীঠ প্রণাম । বামদেব তাই শাশ্বত আর যথার্থ।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

# সিনেমার খবর

cinema TV

## নিজের ডায়েরি কি প্রকাশ করবেন টাবু

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী টাবু'র জন্মদিন আজ। ১৯৭১ সালের আজকের দিনে তৎকালীন অন্ধ্র প্রদেশে (বর্তমানে তেলেঙ্গানা) জন্ম হয় অভিনেত্রীর। গুলজার থেকে শুরু করে এ প্রজন্মের পরিচালকদের সঙ্গেও সমানতালে কাজ করে যাচ্ছেন টাবু। শৈল্পিক ধারার সিনেমার সঙ্গে বাণিজ্যিক সিনেমাতেও সমানতালে দেখা গেছে তাকে।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে টাবুকে প্রশ্ন করা হয়, দীর্ঘ ক্যারিয়ারে হিন্দি সিনেমার কতটা বদল হয়েছে। কতটা বদলেছে বলিউডের পরিচালনার ধরন?

উত্তরে অভিনেত্রী বলেছিলেন, 'আমি যখন সিনেমার জগতে আসি, তখন গুলজার সাহেব, জে পি দত্ত আমার থেকে বয়সে বড়। আর এখনকার পরিচালকেরা আমার বয়সী কিংবা আমার চেয়ে ছোট। তাই তাদের সঙ্গে আমার রসায়ন ভিন্ন। তবে এখনকার বা তখনকার পরিচালক নয়, প্রত্যেক পরিচালকের কাজের ধরন আলাদা। গুলজার, জে পি দত্ত, মনিরত্নম, সুরজ বরজাতিয়া, ডেভিড ধাওয়ান, মহেশ মঞ্জরেকর-প্রত্যেকে প্রত্যেকের চেয়ে আলাদা।

কেউ ভালোবেসে কাজ করান, আবার কেউ একটু দূরত্ব বজায় রেখে কাজ করান। একেকজন পরিচালক একেক রকমভাবে অভিনেতার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখেন। আমি বিষয়টি উপভোগ করি।'

দীর্ঘ ক্যারিয়ারে অনেক ধরনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন টাবু। একবার যে চরিত্রে অভিনয় করেন, তা আর দ্বিতীয়বার করেন না। তবে কিছু চরিত্র আছে, যা তাঁর হৃদয়ের খুব কাছের। এর মধ্যে 'হু তু তু', 'মকবুল', 'অস্তিত্ব', 'হায়দার', 'মাচিস'-এসব ছবির চরিত্রগুলো তার খুবই প্রিয়।

গুলজার, মনিরত্নম ও বিশাল ভরদ্বাজের সঙ্গে বিভিন্ন সিনেমায় কাজ তার ক্যারিয়ার সমৃদ্ধ করেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'গুলজার সাহেব, মনিরত্নমের কথা বলব। তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। বিশালের (ভরদ্বাজ) সঙ্গে আমার দারুণ কাজের সম্পর্ক। তবে আমি প্রত্যেক পরিচালকের থেকে কিছু না কিছু শিখেছি। জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতা থেকে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছি। "হায়দার"-এর পর "গোলমাল অ্যাগেইন" এবং "দৃশ্যম"-এর মতো ছবি করেছি। "গোলমাল অ্যাগেইন" করতে গিয়ে একঝাঁক দুর্দান্ত অভিনেতার কাছ থেকে কমেডি অভিনয়ের অনেক কিছু শিখেছি। মূলত মানুষ জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতা থেকে কিছু না কিছু শেখার সুযোগ পায়। সেই সুযোগ খুঁজে নেয়ার দায়িত্ব আমাদেরই।'

টাবুর ব্যক্তিজীবন নিয়ে অনেক রহস্য। তাঁকে নিয়ে নানা ধরনের গুজব চালু আছে। শোনা যায়, তিনি নিয়মিত ডায়েরি লেখেন। সেই ডায়েরি কখনো প্রকাশিত হবে? এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'আমার কোনো ইচ্ছা নেই। তবে কিছু প্রকাশক আছেন, যাঁরা এটা প্রকাশ করতে চান। আমার মধ্যে যখন সাহস আসবে, তখনই ডায়েরিটা প্রকাশ করব।'

সর্বশেষ টাবু আলোচনায় এসেছেন বিশাল ভরদ্বাজের ওয়েব ফিল্ম 'খুফিয়া' দিয়ে। গত অক্টোবরে নেটফ্লিক্সে মুক্তির পর প্রশংসিত হয় সিনেমাটি। এ সিনেমায় বাংলাদেশি অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধনের সঙ্গে তাঁর রসায়ন মুগ্ধ করে সিনেমাপ্রেমীদের।

## আমিও জানতে চাই, কে সেই ছেলেটি: মৃণাল ঠাকুর

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** 'বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছেন অভিনেত্রী মৃণাল ঠাকুর। পাত্র দক্ষিণ ভারতীয় তামিল ছবির অভিনেতা'- এমনই এক খবর ছড়িয়ে পড়েছে ভারতের আনাচে-কানাচে। দক্ষিণ ভারতীয় সুপারস্টার অভিনেতা আল্লু অর্জুনের বাবা ও প্রযোজক আল্লু অরবিন্দের বরাত দিয়ে মৃণালের বিয়ের খবর প্রকাশ করেছে বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম।

প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছে, সম্প্রতি একটি অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে মৃণাল ঠাকুরের হাতে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার তুলে দেন আল্লু অরবিন্দ।

পুরস্কার তুলে দিতে দিতে তিনি বলেন, 'আমি চাই, ও হায়দরাবাদেই পাকাপাকিভাবে থাকুক।' আর এ কথাকে কেন্দ্র করেই ছড়িয়ে পড়তে থাকে অভিনেত্রীর বিয়ের গুঞ্জন। শুধু তা-ই নয়, বিয়ের গুঞ্জনের পর এতে যোগ হয়েছে জীবনসঙ্গী হিসেবে একজন দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেতাকে বেছে নেওয়ার খবর; যা নিয়ে শুধু সিনেমা অঙ্গন নয়, সাধারণ মানুষের মধ্যেও তৈরি হয়েছে কৌতূহল। সবার একটিই প্রশ্ন, কোন অভিনেতার সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়তে যাচ্ছেন মৃণাল? এসব দেখে অভিনেত্রী নীরবতা ভাঙতে বাধ্য হয়েছেন। গুঞ্জন যেন আর ডালপালা না মেলতে পারে, সে জন্য দ্রুতই এর জবাব দিয়েছেন।

তাঁর কথায়, তিনি বিয়ে করবেন নিশ্চয়ই, কিন্তু এখনই নয়। আর যে তেলেগু ছবির অভিনেতার কথা শোনা যাচ্ছে, তাঁকে তিনি নিজেই খুঁজছেন।

এ নিয়ে মৃণাল আরও বলেছেন, 'গত কয়েক ঘণ্টায় যারা যারা আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, তেলেগু অভিনেতার সঙ্গে বিয়ে করছি কিনা, তারা সবাই আমাকে মাফ করবেন। আমি কোনো সাহায্য করতে পারলাম না। কারণ, আমিও আসলে জানতে চাই, কে সেই ছেলেটি।'

খানিক রসিকতা করেই শেষে আরও বলেছেন, 'আমি শিগগিরই বিয়ে করব, শুধু পাত্র, বিয়ের তারিখ এগুলো আপনারা ঠিক করে দিন।'

এদিকে আগামী ১০ নভেম্বর অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওতে মুক্তি পাচ্ছে মৃণাল ঠাকুর অভিনীত নতুন ছবি 'পিপ্পা'। বীর যোদ্ধা বলরাম সিং মেহতার বীরত্ব আর আত্মত্যাগের কাহিনি নিয়ে ছবিটি নির্মাণ করেছেন রাজা কৃষ্ণ মেনন। নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ঈশান খাট্টার। ছবিতে বলরাম সিংয়ের প্রেমিকা ও সাংবাদিকরূপে দেখা যাবে মৃণালকে।

এর আগে এ অভিনেত্রী 'সীতা রাম', 'জার্সি', 'সুপার ৩০' ছবিতে অভিনয় করে দর্শক মনে ছাপ ফেলেছেন। অনিন্দ্য অভিয়ের জন্য অনেকের প্রশংসাও কুড়িয়েছেন। একইভাবে তাঁর 'পিপ্পা' ছবিও সিনেমাপ্রেমীদের মনে দাগ কাটবে বলে অনেকের মত।

## সালমান খানের প্রেমিকার সংখ্যা কত জানেন?

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় তারকা হওয়া পাশাপাশি আরো এক তকমা রয়েছে সালমান খানের। তিনি নাকি বলিপাড়ার 'ব্যর্থ প্রেমিক'। বার বার প্রেম এসেছে তাঁর জীবনে। তবে সম্পর্ক টেকেনি। ষাটের কাছাকাছি বয়সে এসেও এখনও পর্যন্ত সংসার পাততে পারেননি বলিউডের ভাইজান।

তাঁর ভুলেই নাকি বার বার সম্পর্ক ভেঙেছে, এ কথা একাধিক সাক্ষাৎকারে স্বীকারও করেছেন সালমান। তারপরেও তাঁর প্রেমে পড়েছেন বিশ্বসুন্দরীর মুকুট জেতা ঐশ্বরিয়া রাই থেকে শুরু করে ক্যাটরিনা কাইফের মতো জনপ্রিয় অভিনেত্রীরা। সম্পর্ক না টিকলেও এখনও পর্যন্ত ঠিক কতগুলো প্রেম করেছেন সালমান?

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে একটি ভিডিও। সেই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, সালমানকে তাঁর প্রেমিকার সংখ্যা জিজ্ঞাসা করছেন স্বয়ং কাজল। সালমান যে চেয়ারে বসে সেই চেয়ারের এক দিকে রয়েছে সবুজ আলো, অন্য দিকে লাল। সত্যি বললে জ্বলে উঠবে সবুজ আলো, মিথ্যা বললে লাল।

কাজলের প্রশ্নে সালমান জানান, তাঁর পাঁচ জন প্রেমিকা ছিল। তবে সালমানের এই উত্তর মানতে রাজিই নন কাজল। মঞ্চেই মজার ছলে ভাইজানকে 'মিথ্যাবাদী' বলে দাগিয়ে দিলেন 'কুছ কুছ হোতা হ্যায়'-এর অঞ্জলি।

সত্যিই কি মাত্র পাঁচ জনের সঙ্গে প্রেম করেছেন সালমান? হাতে গুনতে শুরু করলে আরো অবিশ্বাস বাড়ে কাজলের।

এদিকে, সালমানের চেয়ারে তত ক্ষণে লাল আলো জ্বলছে নিভছে। অন্যদিকে, কাজলের স্বামী ও বলিউড অভিনেতা অজয় দেবগণ সালমানকে প্রশ্ন করেন, 'একসঙ্গে পাঁচ জনের সঙ্গে প্রেম করেছেন?' অজয়ের প্রশ্ন শুনে হেসে খুন কাজলও!

প্রায় তিন দশকের অভিনয় জীবনে একাধিক নায়িকার সঙ্গে নাম জড়িয়েছে সালমানের। সেই তালিকায় নাম রয়েছে ঐশ্বরিয়া রাই, ক্যাটরিনার মতো তারকাদের। যদিও কারও সঙ্গে সম্পর্ক টেকেনি তাঁর। অভিনেত্রী সঙ্গীতা বিজলানির সঙ্গে বিয়ের কথাও পাকা হয়ে গিয়েছিল সালমানের।

তবে কানাঘুষো শোনা যায়, বিয়ের আগেই নাকি সোমি আলির সঙ্গে সালমানকে দেখে বিয়ে ভাঙেন সঙ্গীতা। কয়েক বছর আগে বিদেশিনী ইউলিয়া ভন্তুরের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন সালমান। তবে এখন খবর, সেই সম্পর্কও নাকি ভেঙেছে।

## ট্রলের মুখে অন্তঃসত্ত্বা শুভশ্রী

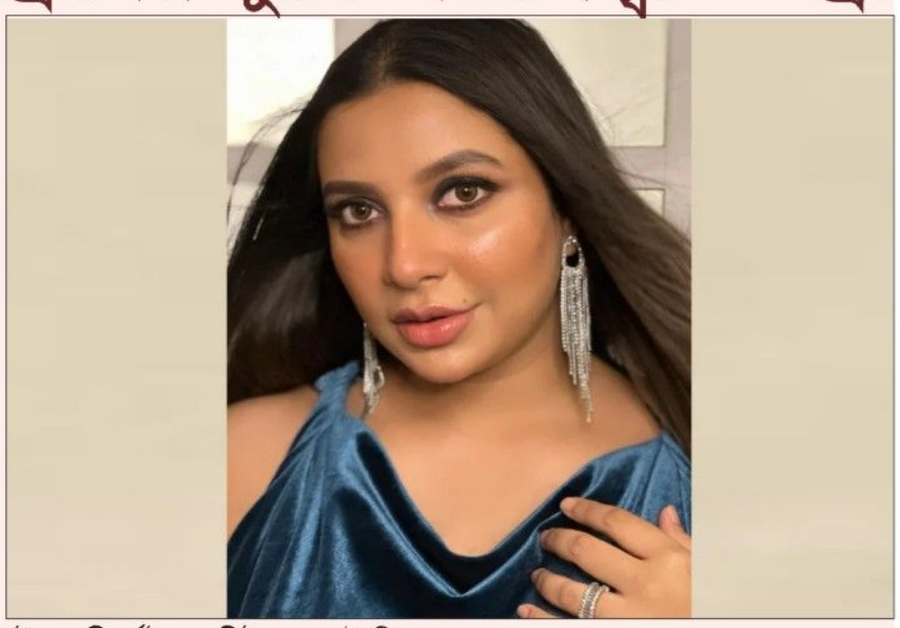

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** ওপার বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী শুভশ্রী গাঙ্গুলি আবারও মা হতে যাচ্ছেন। সবকিছু ঠিক থাকলে চলতি বছরের ডিসেম্বরে দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দেবেন তিনি। এর মধ্যে গত ৩ নভেম্বর ছিল শুভশ্রীর জন্মদিন। এ উপলক্ষে বাড়িতে নানা আয়োজন করেন তার স্বামী রাজ চক্রবর্তী। এদিন নীল রঙের গাউন পরেছিলেন ৮ মাসের অন্তঃসত্ত্বা শুভশ্রী। আর সেই ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে রীতিমতো মতো ট্রলের মুখে পড়েছেন এই অভিনেত্রী।

কেউ লিখেছেন, আর কত বোটক্স করাবেন? আবার কারও মন্তব্য, মানছি আপনি সন্তানসম্ভবা, কিন্তু তাও এমন দেখাবে কেন? কারও বক্তব্য, একটু অন্যভাবে সাজতে পারতেন। নানা জনের নানা মন্তব্যের কোনও উত্তরই দেননি শুভশ্রী। এই মুহূর্তে শুধুই নতুন অতিথির অপেক্ষায় রাজ-শুভশ্রী।

তবে পরিবার-পরিজন থেকে শুরু করে কাছের মানুষদের শুভেচ্ছা বন্যা বয়ে গেছে বলা চলে। অভিনেত্রীকে রাত ১২টার পরই সামাজিক মাধ্যমে তার ননদের কন্যারা বিভিন্ন মেসেজ করে ভালোবাসা জানিয়েছেন। লিখেছেন 'মামি কা বার্থ ডে। এছাড়াও অভিনেত্রী প্রতিদিন যাদের সঙ্গে কাজ করেন, তারাও শুভেচ্ছা জানান। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ৬ মার্চ বাগদান সারেন শুভশ্রী-রাজ; একই বছরের ১১ মে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতাও সম্পন্ন করেন তারা। ২০২০ সালের ১২ সেপ্টেম্বর তাদের ঘর আলো করে জন্ম নেয় পুত্র ইউভান। তার বয়স এখন প্রায় ৩ বছর।

শেষ মুহূর্তের গোলে

# বার্সার কষ্টার্জিত জয়

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** স্প্যানিশ লা লিগার হাইভোল্টেজ ম্যাচে রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে ১-০ গোলে জয় পেয়েছে বার্সেলোনা। ম্যাচের শেষ মুহূর্তে দলকে স্বস্তি এনে দেন উরুগুইয়ান সেন্টারব্যাক রোনাল্ড আরাউহো।

৪ নভেম্বর রাতে সোসিয়েদাদের মাঠে শুরুর কয়েক মিনিট বার্সেলোনাকে কোণঠাসা করে রাখে সোসিয়েদাদ। প্রথম চার মিনিটে দুটি ভালো গোলের সুযোগ পায় তারা। তবে তা কাজে লাগাতে পারেনি।

গোলকিপার মার্ক-আন্দ্রে টার স্টেগানের কল্যাণে বেঁচে যায় কাতালানরা। এরপর ঘুরে দাঁড়ায় বার্সা। প্রথমার্ধের শেষ দিকে সোসিয়েদাদের বক্সে ডিফেন্ডারের স্পর্শে পড়ে গিয়েছিলেন ফেলিক্স। তবে রেফারি সে আবেদনে সাড়া দেননি।

এবার আক্রমণ আর পাল্টা আক্রমণে খেলা রোমাঞ্চকর হয়ে ওঠে। তবে প্রথমার্ধে কোনো দলই জালের দেখা পায়নি।

দ্বিতীয়ার্ধে লেভানদোভস্কি ও লোপেজকে তুলে পেদ্রি ও তোরেসকে মাঠে নামান কোচ জাভি। এতেও খুব একটা লাভ হয়নি, বরং সোসিয়েদাদের আক্রমণ সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে কাতালানরা। দ্বিতীয়ার্ধের নির্ধারিত সময়ও জালে বল পাঠাতে পারেনি কোনো দলই।

এদিন ম্যাচে তিন মিনিট অতিরিক্ত সময় যোগ করেন রেফারি। যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটেই কাঙ্ক্ষিত গোলের দেখা পায় বার্সেলোনা। ম্যাচের ইনজুরি টাইমে রোনাল্ড আরাউহোর গোলে জয় নিশ্চিত হয় বার্সেলোনার।

এ জয়ে ১২ ম্যাচে ৮ জয় ও তিন ড্রয়ে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তিনে জাভির দল। অন্যদিকে এক ম্যাচ কম খেলা রিয়ালের পয়েন্ট ২৮। এ ছাড়া ১২ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে জিরোনা।

## বিশ্বকাপ ধামাকা

নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির

# স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখল ইংল্যান্ড

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** চলতি বিশ্বকাপে অষ্টম ম্যাচে এসে অবশেষে জয়ের দেখা পেল ইংল্যান্ড। নেদারল্যান্ডসদের বিপক্ষে বেন স্টোকসের সেঞ্চুরির পর বল হাতে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন আদিল রশিদ ও মঈন আলী। ফলে ১৬০ রানের জয়ে পয়েন্ট টেবিলের সাতে উঠে এসেছে দলটি। এর আগে বাংলাদেশের বিপক্ষে ছাড়া বিশ্বকাপে আর জয় ছিল না ইংল্যান্ডের।

বুধবার পুনের মহারাষ্ট্র ক্রিকেট স্টেডিয়ামে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে আগে ব্যাট করে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ৩৩৯ রান সংগ্রহ করে ইংল্যান্ড। জবাব দিতে নেমে ৩৭.২ ওভারে ১৭৯ রানে গুটিয়ে যায় ডাচরা। ফলে ১৬০ রানের জয়ের সঙ্গে পয়েন্ট টেবিলের সাতে উঠে এসেছে দলটি। এতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখল ইংল্যান্ড।

৩৪০ রানের বড় লক্ষ্যে খেলতে নেমে ৫ রানেই বিদায় নেন ম্যাক্স ও ডাউড। তিনে নামা অ্যাকরমান ফেরেন ডাক মেরে। চারে নেমে ওপেনার ওয়েসলে বারেসির সঙ্গে কিছুক্ষণ থিতু হন অ্যাঙ্গলব্রেখট। তবে রান আউট হয়ে বারেসি (৩৭) ফিরে গেলে ভাঙে জুটি। বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি অ্যাঙ্গলব্রেখটও। তিনি বিদায় নেন ৩৩ রান করে। এরপর বাস ডি লিড এসে করেন ১০ রান। ষষ্ঠ উইকেটে স্কট এডওয়ার্ডসের সঙ্গে ইনিংসের সর্বোচ্চ ৫৯ রানের জুটি গড়েন নিদামানুরু। এডওয়ার্ডসকে ৩৮ রানে ফিরিয়ে সেই জুটি ভাঙেন মঈন। পরবর্তীতে নিদামানুরু ছাড়া আর কেউ টিকতে পারেননি। অপরাজিত থাকা নিদামানুরু করেন ৩৪ বলে সর্বোচ্চ ৪১ রান। ইংলিশদের হয়ে ৩টি করে উইকেট নেন রশিদ ও মঈন। জোড়া উইকেট পান ডেভিড উইলি। একটি উইকেট নেন ক্রিস ওকস।

এর আগে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে দেখেশুনে খেলতে থাকেন ইংলিশ দুই ওপেনার জনি বেয়ারস্টো ও ডেভিড মালান। তবে ইনিংস লম্বা করতে পারেননি বেয়ারস্টো। ১৫ রানে তার বিদায়ের পর তিনে নেমে কিছুক্ষণ লড়ে যান জো রুট। মালানের সঙ্গে গড়েন ৮৫ রানের জুটি। রুটকে ২৮ রানে ফিরিয়ে এই জুট ভাঙেন ফন বিক। এরপর দ্রুত উইকেট হারান হ্যারি ব্রুক (১১), জস বাটলার (৫) ও মঈন আলী (৪)। সপ্তম উইকেটে লড়তে থাকা স্টোকসকে সঙ্গ দেন ক্রিস ওকস। ৫৮ বলে ফিফটি পূর্ণ করা স্টোকসের সঙ্গে তিনি গড়েন ১২৯ রানের জুটি। ৪৪ বলে ফিফটিরও দেখা পান এই ব্যাটার। এরপর আর এক রান যোগ করতেই হারান উইকেট। তবে লড়ে যান স্টোকস। ৭৮ বলে তুলে নেন সেঞ্চুরি। শেষ ওভারের চতুর্থ বলে এসে হারান উইকেট। এর আগে তিনি খেলে যান ৮৪ বলে ৬ চার ও ৬ ছক্কায় ১০৮ রানের ইনিংস।

ডাচদের হয়ে সর্বোচ্চ ৩ উইকেট শিকার করেন বাস ডি লিড। জোড়া উইকেট পান আরিয়ান দুত ও ফন বিক। একটি উইকেট তুলে নেন পল ফন মিকারেন।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে

# বিদায় বললেন নারিন

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্পিন অলরাউন্ডার সুনীল নারিন। তবে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট খেলে যাবেন তিনি। ইনস্টাগ্রামে এক পোস্টে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তিনি। নারিন বলেছেন, 'আমি ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে চার বছর আগে খেলেছি। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলছি আজ। জনসম্মুখে আমি কম কথা বলি। তবে ব্যক্তিগতভাবে অনেকে আমার ক্যারিয়ারজুড়ে অনেক সমর্থন দিয়েছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে খেলার স্বপ্নপূরণ হওয়ায় আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।'

এছাড়া নারিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যেসব কোচ, সতীর্থদের সঙ্গে খেলেছেন তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। বর্তমানে তিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজের ঘরোয়া ক্রিকেট সুপার ৫০ কাপে খেলছেন। লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে এটাই তার শেষ মৌসুম বলেও উল্লেখ করেছেন এই স্পিন অলরাউন্ডার। নারিনের ২০১১ সালে ওয়ানডে এবং ২০১২ সালে টেস্ট ও টি-২০ অভিষেক হয়। দেশের হয়ে ছয়টি টেস্ট খেলেছেন তিনি। ওয়ানডে ও টি-২০ খেলেছেন যথাক্রমে ৬৫টি ও ৫১টি। উইকেট নিয়েছেন যথাক্রমে ৯২টি ও ৫২টি। ২০১৬ সালের পর ওয়ানডে এবং ২০১৯ সালের পর আন্তর্জাতিক টি-২০ খেলেননি তিনি।

## ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ ব্যর্থতা: একটি যুগের সমাপ্তি

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** ইংল্যান্ডের ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে একটা মজার কথা বলেছেন ওয়াসিম আকরাম। পাকিস্তানের কিংবদন্তি এ পেসারের মতে, সবাইকে সাদা বলের ক্রিকেট শিখিয়ে ইংল্যান্ড নিজে নাকি খেলা ভুলে গেছে! টেস্টকে বেশি গুরুত্ব দিতে গিয়ে নাকি এমন হয়েছে বলেও মনে করছেন তিনি।

ওয়ানডে থেকে একেবারে মনোযোগ হারিয়ে ফেলেছিল ২০১৯ বিশ্বকাপ জেতা দলটি। ইংল্যান্ড কিন্তু এই ব্যর্থতার সহজ উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না। দলের এই অবস্থায় রীতিমতো হতবাক হয়ে গেছে ইংলিশরা। এই ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে একটি যুগের সমাপ্তি হয়েছে বলে মনে করছেন ইংলিশ অলরাউন্ডার মইন আলি। নতুন করে দল গড়ার পরামর্শও দিয়েছেন তিনি।

শনিবার আহমেদাবাদে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৩৩ রানে হেরে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যায় ইংল্যান্ড। এবারের আসরে এখন পর্যন্ত সাত ম্যাচে এটি তাদের ষষ্ঠ পরাজয়। ১০ দলের এই আসরে পয়েন্ট টেবিলে সবার নিচে অবস্থান করছে তারা। এমনকি আইসিসির সহযোগী সদস্য নেদারল্যান্ডস পর্যন্ত দুটি জয় নিয়ে তাদের ওপরে। ইংল্যান্ডের এই ব্যর্থতার পেছনে সবচেয়ে বড় দায় ব্যাটারদের। অথচ সবচেয়ে বিস্ফোরক ব্যাটিং লাইন নিয়ে বিশ্বকাপে এসেছিল তারা। 'বাজবল' নামক নতুন এক কৌশলে টেস্টেও আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে দিত তারা। আর সে বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ের প্রধান অস্ত্র জনি বেয়ারস্টো বিশ্বকাপে চরম ব্যর্থ। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম বলেই আউট হয়েছেন তিনি। নির্ভরতার প্রতীক হয়ে ওঠা জো রুটও এবারের আসরে কিছু করতে পারেননি। বাটলারের মতো বিধ্বংসী ব্যাটার ছিলেন নিষ্প্রভ। চোটের কারণে ২০১৯ বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক বেন স্টোকস শুরুতে কয়েকটি ম্যাচ খেলতে পারেননি। পরে তিনি ফিরলেও প্রত্যাশা মেটাতে পারেননি।

ইংল্যান্ডের এই ছিটকে যাওয়াকে একটি যুগের সমাপ্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন অলরাউন্ডার মইন আলি। এই স্কোয়াডের অধিকাংশ খেলোয়াড় ত্রিশোর্ধ। ২০২৭ বিশ্বকাপে এই স্কোয়াডের বেশির ভাগ খেলোয়াড়কেই দেখা যাবে না। তাই আগামী আসরের জন্য নতুন করে দল গড়তে হবে। এই বিশ্বকাপে ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে একটি দুর্দান্ত ৫০ ওভারের দলের সমাপ্তি ঘটল কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে মইন বলেন, হ্যাঁ, হয়তো এই ব্যর্থতার কারণ হিসেবে আত্মবিশ্বাসের ঘাটতিকে বর্ণনা করেছেন মইন, 'আমার মনে হয়, কেবল আত্মবিশ্বাসের অভাবে এমনটা হয়েছে। বিশেষ করে ব্যাটিংয়ে। আমরা বিশ্বের এমন অঞ্চলে রান পাইনি, যেখানে আসলে রান উৎসব হয়। ভারতের মাটিতে শুরুর দিকে রান পাওয়াতেই সমস্যাটা হয়ে যায়। আমাদের হয়তো ভিন্নভাবে খেলতে হতো। তবে এটা স্বীকার করে নিতেই হবে, এখানে ভালো করার মতো যথেষ্ট ভালো হয়তো আমরা ছিলাম না।'

২০১৫ বিশ্বকাপে ব্যর্থতার পর পুরোপুরি ঢেলে সাজানো হয়েছিল ইংল্যান্ডের সীমিত ওভারের দল। যার ফল হিসেবে তারা ২০১৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপ ও ২০২২ টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছিল। আবার পুনর্গঠনের পথে হাঁটতে হবে তাদের। নতুন শুরু আবারও হয়তো ভালো কিছুই বয়ে আনবে বলে প্রত্যাশা ৩৪ বছরের মইনের।

শচীনের রেকর্ড ছুঁয়ে

# যা বললেন আপ্লুত কোহলি

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে রবিবার প্রায় ৭০ হাজার দর্শকের সামনে শচীন টেন্ডুলকারের ৪৯ সেঞ্চুরির রেকর্ড ছুঁয়েছেন বিরাট কোহলি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১২১ বলে ১০১ রানের অপরাজিত থেকেছেন। নিজের ৩৫তম জন্মদিনে এই কীর্তি গড়েছেন তিনি। ৪৫১তম ইনিংসে ৪৯তম সেঞ্চুরি করেন টেন্ডুলকার। প্রায় ১১ বছর পর ২৭৭ ইনিংসেই ভারতীয় কিংবদন্তিকে ছুঁয়েছেন কোহলি। দিনের শুরুতে সামাজিক মাধ্যমে কোহলিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে টেন্ডুলকার লেখেন, 'খুব ভালো খেলেছ ভিরাট। চলতি বছর ৪৯ (বছর বয়স) থেকে ৫০-এ যেতে আমার ৩৬৫ দিন লেগেছে। আমি আশা করি, আগামী কিছু দিনের মধ্যে তুমি ৪৯ (সেঞ্চুরি) থেকে ৫০-এ যাবে এবং আমার রেকর্ড ভেঙে দেবে।'

দারুণ ইনিংসে ম্যাচ সেরার পুরস্কার জিতে কোহলি টেন্ডুলকারের অভিনন্দন বার্তার সম্পর্কে বললেন, 'টেন্ডুলকারের বার্তা বিশেষ কিছু। এটি আমার গ্রহণ করার জন্য একটু বেশি কিছু। নিজের হিরোর রেকর্ডে ভাগ বসানো আমার জন্য অনেক বড় সম্মানের। ব্যাটিংয়ের ব্যাপারে তিনি নিখুঁত।'

কোহলি আরো বলেন, 'এটি আবেগের মুহূর্ত। আমার মনে আছে, আমি কেমন দিন পার করে এসেছি। তাকে (টেন্ডুলকার) টিভিতে দেখার দিনগুলো আমার মনে আছে। তার কাছ থেকে এমন প্রশংসা পাওয়া আমার কাছে অনেক বড় কিছু।'

জন্মদিনে সেঞ্চুরি পাওয়া

# দারুণ ব্যাপার: কোহলি

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** জীবনের ৩৪ বছর পূর্ণ করে ফেলেছেন বিরাট কোহলি। ৩৫তম জন্মদিনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সেঞ্চুরি করেছেন কিংবদন্তি এই ব্যাটার। ওয়ানডে ক্রিকেটে শচীন টেন্ডুলকারের সমান ৪৯ সেঞ্চুরির কীর্তি গড়েছেন। জন্মদিনে সেঞ্চুরি করা দারুণ ব্যাপার বলে ম্যাচ শেষে মন্তব্য করেছেন কোহলি, 'ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ, আমাকে এভাবে দলের জন্য অবদান রাখতে সহায়তা করার জন্য। এতো দর্শকের সামনে এবং অসাধারণ এই স্টেডিয়ামে জন্মদিনে সেঞ্চুরি পাওয়া দারুণ ব্যাপার।'

সেঞ্চুরি করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে বিরাটের। ইডেন গার্ডেন্সের উইকেট সহজ ছিল না। বল ধীরে আসছিল। বিষয়টি নিয়ে কোহলি বলেছেন, 'ব্যাটিং করার জন্য ট্রিকি উইকেট ছিল। রোহিত ও গিল ব্যাট হাতে দারুণ শুরু দিয়ে গেছেন। আমার কাজ ছিল ওখান থেকে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ১০ ওভারের পর বল খুব গ্রিপ করছিল ও টার্ন নিচ্ছিল। আমার দায়িত্ব ছিল ম্যাচ গভীরে নেওয়া।'

রোহিতের সঙ্গে ১৩৪ রানের জুটি দিয়েছেন শ্রেয়াস আয়ার। ৭৭ রানের ইনিংস খেলেছেন শ্রেয়াস। তাকেও কৃতিত্ব দিয়েছেন রোহিত, 'শ্রেয়াস খুব ভালো ব্যাটিং করেছে। আমরা তিন ও চারে ব্যাটিং করি। এশিয়া কাপের সময়ও আমারা জুটি নিয়ে অনেক আলাপ করেছি। হার্দিক খেলতে পারছে না। আমরা জানতাম, আরও এক-দুইটা উইকেট পড়লে দলের জন্য কঠিন হবে।'

ইডেনে ভারত-পাকিস্তান

# সেমিফাইনাল চান সৌরভ

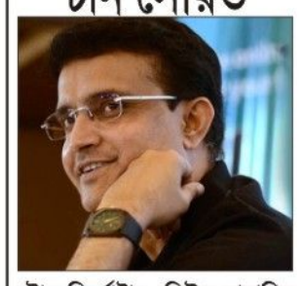

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** চলমান ওয়ানডে বিশ্বকাপে সবার আগে সেমিফাইনালে খেলা নিশ্চিত করেছে স্বাগতিক ভারত। অন্যদিকে, পাকিস্তানের শেষ চারে ওঠা নির্ভর করছে অনেক যদি-কিন্তুর ওপর। তবে ভারতের কিংবদন্তি সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলি আশায় আছেন, সেমিতে মুখোমুখি হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। আর সেই ম্যাচটা হবে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে।

ঘরের মাঠে বিশ্বকাপের আসরে এখন পর্যন্ত আনবিটেন দল ভারত। আট ম্যাচের সবকটিতে জিতে পূর্ণ ১৬ পয়েন্ট অর্জন করে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে আছে তারা। এক ম্যাচ বেশি খেলে পাকিস্তান ৮ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে পঞ্চম স্থানে। বাবর আজমদের সমান পয়েন্ট রয়েছে নিউজিল্যান্ড আর আফগানিস্তানেরও। নেট রান রেটের হিসাবে কিউইরা চারে ও আফগানরা ছয়ে আছে।

অর্থাৎ এই তিনটি দলেরই সম্ভাবনা রয়েছে সেমিফাইনালের টিকিট পাওয়ার। আর সেমিতে খেলা এখনও নিশ্চিত না হলেও অস্ট্রেলিয়া আছে সুবিধাজনক অবস্থানে। সাত ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার তিন নম্বরে অবস্থান তাদের।

কলকাতায় বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনাল হবে আগামী ১৬ নভেম্বর। সেদিন লিগ পর্ব শেষে পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে থাকা দল মুখোমুখি হবে তিন নম্বর দলের। বর্তমান চিত্র বিবেচনায়, পাকিস্তানের তিনে ওঠার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তবে ভারত ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) প্রাক্তন সভাপতি সৌরভ ইডেন গার্ডেন্সেই চাইছেন ভারত-পাকিস্তান সেমি।

আগের দিন শনিবার ভারতের একটি গণমাধ্যমকে সৌরভ বলেছেন, 'আমি চাই যেন পাকিস্তান এখানে পৌঁছায় (সেমিতে), ভারতও এখানে আসে। এর চেয়ে বড় সেমিফাইনাল তো আর হতে পারে না!'

আগামী ১৫ নভেম্বর প্রথম সেমিফাইনাল হবে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। ওই ম্যাচে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ দল মুখোমুখি হবে চার নম্বর দলের। ভারত যদি আজ রোববার কলকাতায় দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে দেয়, তাহলে তাদের শীর্ষে থেকে লিগ পর্ব শেষ করা নিশ্চিত হয়ে যাবে। আর পাকিস্তানের চতুর্থ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সেক্ষেত্রে ভারত-পাকিস্তান সেমিফাইনাল হবে ঠিকই, তবে সৌরভের প্রত্যাশা অনুসারে কলকাতায় নয়, মুম্বাইতে।

ব্যাটে-বলে দুর্দান্ত ছন্দে থাকা ভারতকে এখন পর্যন্ত আটকাতে পারেনি কোনো দল। শুধু তাই নয়, কোনো ম্যাচেই কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে হয়নি তাদের। ফলে বিশ্বকাপ শিরোপা জয়ের দৌড়ে তাদেরকে ভাবা হচ্ছে হট ফেভারিট। তবে নিজেদের মাটিতে চ্যাম্পিয়ন হতে না পারলে সেটা কি অঘটন হিসেবে বিবেচিত হবে? মহারাজা খ্যাত সৌরভ অবশ্য তেমনটা মনে করছেন না।

সাবেক বাঁহাতি ব্যাটার সৌরভ বলেছেন, 'এ রকম হবে না যে অঘটন (হিসেবে বিবেচিত হবে)। তবে যেভাবে তারা ক্রিকেট খেলছে, তাতে জনগণের খুশি হওয়া উচিত। গত সাত ম্যাচে বাকিদের চেয়ে তাদেরকে অনেক আলাদা লেগেছে। আশা করব, সামনেও এভাবেই খেলতে থাকবে। আমার মনে হয় না মান এতটা পড়ে যাবে যে তারা একেবারেই খারাপ খেলবে। এর চেয়ে বেশি কিছু আমি বলব না, নজর লেগে যেতে পারে। ভালো কিছুর প্রত্যাশা করছি। তারা খুবই ভালো খেলছে।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR